۝٢١ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰى

২১। অক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্বা — য়ানা লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইনাল্ মালা — য়িকাতু আও নার-
(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ চায় না, তারা বলে, আমাদের কাছে কেন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না? বা আমরা আমাদের

رَبَّنَا ۚ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۝٢٢ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا

রব্বানা-; লাক্বাদিস্ তাক্বারূ ফী ~ আন্ফুসিহিম্ অ 'আতাও উ'তুওয়্যান্ কাবীর-।২২। ইয়াওমা ইয়ারাওনাল্ মালা — য়িকাতা লা-
রবকে দেখি না কেন? তারা মনে অহংকার পোষণ করে আর সীমালংঘন করে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে

بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝٢٣ وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا

বুশ্‌র ইয়াওমায়িযিল্লিল্ মুজ্‌রিমীনা অইয়াক্বূলূনা হিজ্‌রাম্ মাহ্জূ্র- ।২৩। অ ক্বদিম্না ~ ইলা-মা-
দেখবে সেদিন অপরাধীদের কোন সুখবর থাকবে না; আর তারা বলবে আমাদের রক্ষা কর। (২৩) আর আমি তাদের কৃতকর্ম

عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا ۝٢٤ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ

'আমিলূ মিন্ 'আমালিন্ ফাজ্বা'আল্না-হু হাবা — য়াম্ মান্ছূর-। ২৪। আছ্‌হা-বুল্ জ্বান্নাতি ইয়াওমায়িযিন্ খইরুম্ মুস্‌তাক্বর্‌রঁও অ
সামনে নিয়ে বাতাসে উড়ন্ত ধুলিকণায় পরিণত করব। (২৪) সেদিন বেহেশ্‌তবাসীদের আবাস হবে উত্তম ও সেখানে শ্রেষ্ঠ

أَحْسَنُ مَقِيلًا ۝٢٥ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمٰمِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيلًا ۝٢٦ اَلْمُلْكُ

আহ্‌সানু মাক্বীলা-।২৫। অইয়াওমা তাশাক্বক্বক্বু স্ সামা — য়ু বিল্‌গমা-মি অনুয্‌যিলাল্ মালা — য়িকাতু তান্‌যীলা-। ২৬। আল্‌মুলকু
বিশ্রামাগার থাকবে। (২৫) যেদিন আকাশ মেঘসহ বিদীর্ণ হবে ও ফেরেশতাদেরকে নামানো হবে। (২৬) সেদিন মূল

يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِينَ عَسِيرًا ۝٢٧ وَيَوْمَ يَعَضُّ

ইয়াওমায়িযিনিল্ হাক্বকু লির্‌রহ্‌মা-ন্; অকা-না ইয়াওমান্ 'আলাল্ কা-ফিরীনা 'অসীর-। ২৭। অইয়াওমা ইয়া'আদ্দু জ্
কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহরই, আর কাফেরদের জন্য সেদিনটি হবে বড়ই কঠিন। (২৭) এবং সেদিন জালিম ব্যক্তি স্বীয়

الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُولُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝٢٨ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي

জোয়া-লিমু 'আলা-ইয়াদাইহি ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানিত্ তাখায্‌তু মা'আর্ রাসূলি সাবীলা-। ২৮। ইয়া-অইলাতা- লাইতানী
হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়, যদি আমরা রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম! (২৮) হায়! অমুককে যদি

لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝٢٩ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۚ وَكَانَ

লাম্ আত্তাখিয্ ফুলা-নান্ খালীলা- । ২৯। লাক্বদ্ আদ্বোয়াল্লানী 'আনিয্ যিক্‌রি বা'দা ইয্ জ্বা — য়ানী অকা-নাশ্
বন্ধু না বানাতাম! তবে, কতই না ভাল হত। (২৯) সে-ই তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছে, উপদেশ আসার পর।

আয়াত-২৪ ঃ 'মাকীলান' শব্দের অর্থ- দ্বি-প্রহরের বিশ্রামের স্থান। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা দ্বি-প্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বি-প্রহরের নিদ্রার সময় বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছে যাবে। (কুরতুবী) আয়াত-২৯ঃ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে দু বন্ধু ব্যাপক কর্মে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে একে অন্যের সাহায্য করে। তাদের সবারই বিধান হল, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে ক্রন্দন করবে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, "কোন অমুসলিমকে সংগী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ যেন (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) আল্লাহ ভীরু লোকই ভক্ষণ করে। (মাঃ কোঃ)

الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا

শাইত্বোয়া-নু লিল্ইন্সা-নি খযূলা-। ৩০। অক্ব-লার্ রসূলু ইয়া-রব্বি ইন্না ক্বওমিত্তাখযূ হা-যাল্
শয়তান মানুষের জন্য বড় প্রতারক। (৩০) আর রাসূল বলল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এ

الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَ

কু্রআ-না মাহ্জূ্র-। ৩১। অকাযা-লিকা জ্বা'আল্না-লিকুল্লি নাবিয়্যিন্ 'আদুওয়্যাম্ মিনাল্ মুজ্বরিমীন্; অ
কোরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিল।(৩১) এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম, পথ প্রদর্শক ও

كَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ

কাফা -বিরব্বিকা হা- দিয়াওঁ অনাছীর-। ৩২। অক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ লাওলা নুয্যিলা 'আলাইহিল্ কু্রআ-নু
সাহায্যকারীরূপে আপনার রবই আপনার জন্য যথেষ্ট। (৩২) আর কাফেররা বলে, সমগ্র কোরআন একত্রে নাযিল হল না কেন?

جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا

জু্মলাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ কাযা-লিকা লিনুছাব্বিতা বিহী ফুওয়া-দাকা অরত্তাল্না-হু তারতীলা-। ৩৩। অলা-
এভাবে এজন্য করেছি ; যাতে আপনার মন দৃঢ় হয়, আর এজন্যই আমি ধারাবাহিকভাবে আবৃত্তি করেছি। (৩৩) তারা

يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٤﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ

ইয়া''তূনাকা-বিমাছালিন্ ইল্লাজ্বি''না-কা বিল্হাক্ব্বি অআহ্সানা তাফসীর-। ৩৪। আল্লাযীনা ইয়ুহ্শারূনা
আপনার নিকট এমন উপমা আনেনি যার যথার্থতা ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দেইনি। (৩৪) যাদের নিজের মুখের ওপর

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا

'আলা-উজু্হিহিম্ ইলা-জ্বাহান্নামা উলা —য়িকা শার্রুম্ মাকানাঁও অ আদ্বোয়ালু্ সাবীলা -। ৩৫। অ লাক্বদ্ আ-তাইনা-
ভর করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত। (৩৫) এবং আমি মূসাকে কিতাব প্রদান

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٦﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ

মূসাল্ কিতা-বা অ জ্বা'আল্না-মা'আহূ ~ আখ-হু হারূনা অযীর-। ৩৬। ফাক্বু্ল্নায্ হাবা ~ ইলাল্ ক্বওমিল্
করলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে করলাম সহকারী।(৩৬) অতঃপর আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা উভয়ে আয়াত

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٧﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

লাযীনা কাযযাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ফাদাম্মার্না-হুম্ তাদ্মীর-। ৩৭। অক্বওমা নূহিল্লাম্মা-কাযযাবুর্ রুসুলা
অস্বীকারকারী জাতীর কাছে যাও, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। (৩৭) নূহের কওম রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করলে

اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٨﴾ وَّعَادًا

আগ্রাক্ব্না-হুম্ অজ্বা'আল্না-হুম্ লিন্না-সি আ-ইয়াহ্; অ আ'তাদ্না-লিজ্জোয়া-লিমীনা 'আযা-বান্ আলীমা-। ৩৮। অআ'দাঁও
তাদেরকে ডুবালাম ও মানুষের জন্য নিদর্শন করলাম; জালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বানালাম।(৩৮) আর স্মরণ কর

وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٩﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

অছামূদা অআছ্হা- বার্ রাস্সি অক্বুরূনাম্ বাইনা যা-লিকা কাছীর-। ৩৯। অক্বুল্লান্ দ্বোয়ারাব্না-লাহুল্
আদ, ছামূদ, কূপবাসী ও তাদের মধ্যবর্তী কালের বহু জনপদের কথা যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। (৩৯) আমি এদের

ٱلْأَمْثَٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ

আম্ছা-লা অকুল্লান্ তাব্বার্না তাত্বীর-। ৪০। অ লাক্বদ্ আতাও 'আলাল্ ক্বর্ইয়াতিল্লাতী ~ উম্ত্বিরত্
প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত রাখলাম, তাদের প্রত্যেককে পূর্ণ ধ্বংস করলাম। (৪০) তারা সে গ্রাম দিয়ে যায়, যেখানে

مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤١﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن

মাত্বোয়ারস্ সাওয়ি; আফালাম্ ইয়াকূনূ ইয়ারওনাহা-বাল্ কা-নূ লা-ইয়ার্জূনা নুশূর-। ৪১। অ ইযা-রয়াওকা ইঁ
অশুভ বর্ষণ হয়েছিল, তারা কি দেখে নি? বরং তারা পুনরুত্থানের আশা করে না। (৪১) আর আপনাকে দেখলেই তারা

يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ

ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা-হুযুওয়া-; আহা-যাল্লাযী বা'আছাল্লা-হু রসূলা-। ৪২। ইন্ কা-দা লাইয়ুদ্বিল্লুনা-'আন্
ঠাট্টা বিদ্রোপ করে যে, এই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ

ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ

আ-লিহাতিনা-লাওলা ~ আন্ ছোয়াবার্না-'আলাইহা-;অসাওফা ইয়া'লামূনা হীনা ইয়ারওনাল্ 'আযা-বা মান্
হতে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত, যদি আমরা দৃঢ় না থাকতাম। তারা যখন অচিরে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে

أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞

আদ্বোয়াল্লু সাবীলা-। ৪৩। আরয়াইতা মানিত্ তাখযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হু; আফাআন্তা তাকূনু 'আলাইহি অকীলা-।
কে পথভ্রান্ত। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন নি' যে প্রবৃত্তিকে স্বীয় ইলাহ্ বানিয়েছে? তবুও কি তার কার্যনির্বাহক হবেন?

﴿٤٤﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ

৪৪। আম্ তাহ্সাবু আন্না আক্ছারহুম্ ইয়াস্মা'ঊনা আও ইয়া'ক্বিলূন্; ইন্ হুম্ ইল্লা-কাল্ আন্'আ-মি বাল্
(৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে ও বুঝে? তারা তো একমাত্র চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তারা

৪ ع ১০ ২ রুকু

هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ۚ

হুম্ আদ্বোয়াল্লু সাবীলা-। ৪৫। আলাম্ তারা ইলা-রব্বিকা কাইফা মাদ্দাজ্ জিল্লা অলাও শা —য়া লাজা'আলাহূ সা-কিনান্
আরও অধম! (৪৫) আপনার রব কিভাবে ছায়া বিস্তার করেন, আপনি কি দেখেন নি? ইচ্ছা করলে স্থির রাখতে পারেন,

আয়াত-৪৩ঃ এ আয়াতে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (কুরতবী)
আয়াত-৪৫ঃ রোদ ও ছায়া দুটি নেয়ামত যা ছাড়া মনুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রোদ থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য ভীষণ বিপদ হত। পক্ষান্তরে সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রোদ না থাকলে মানুষের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা এ নেয়ামত দুটি সৃষ্টি করে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে মানুষকে অন্তঃচক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এ কথাও ভাব যে, সূর্যকে এত উজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং এর গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে নিয়ন্ত্রিত রাখল? (মাঃ কোঃ)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ

ছুম্মা জ্বা'আল্নাশ্ শাম্সা 'আলাইহি দালীলা-। ৪৬। ছুম্মা ক্বাদ্বনা-হু ইলাইনা-ক্বব্দোয়াইঁ ইয়াসীর-।৪৭। অ হুওয়া ল্লাযী জ্বা'আলা

অনন্তর সূর্যকে তার নির্দেশক করেছি। (৪৬) পরে আমি তাকে আমার প্রতি ধীরে ধীরে সংকুচিত করেছি। (৪৭) আর তিনিই রাতকে

لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

লাকুমুল্লাইলা লিবা-সাঁও অন্নাওমা সুবা-তাঁও অজ্বা'আলান্ নাহা-র নুশূর-। ৪৮। অ হুওয়া ল্লাযী ~ আরসালার্

তোমাদের জন্য আবরণ, নিদ্রাকে দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য ও দিনকে জাগরণ থাকার সময় করলেন। (৪৮) তিনিই আপন

الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ

রিয়া-হা বুশ্রম্ বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহী অ আন্যাল্না-মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ত্বোয়াহূর-। ৪৯। লিনুহ্য়িইয়া বিহী

করুণার বৃষ্টি বর্ষনের পূর্বে সুখবররূপে বায়ু পাঠান; আকাশ থেকে পবিত্রকারী বৃষ্টি বর্ষণ করি। (৪৯) যাদ্বারা আমি মৃতবত ধরণীকে

بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ

বাল্দাতাম্ মাইতাঁও অ নুস্ক্বিয়াহূ মিম্মা-খালাক্বনা ~ আন্'আ মাঁও অ আনা-সিয়্যা কাছীর-।৫০। অ লাক্বাদ্ ছোয়ার্রাফ্না-হু বাইনাহুম্

জীবিত করি এবং তা পান করাই আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে। (৫০) আর উপদেশ গ্রহণার্থে তাদের মাঝে তা

لِيَذَّكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

লিইয়ায্যাক্কারূ ফাআবা ~ আক্ছারুন্না-সি ইল্লা-কুফূর-।৫১। অলাও শি''না-লাবা'আছ্না- ফী কুল্লি ক্বর্ইয়াতিন

ছড়িয়ে দেই, যেন তারা; ভেবে দেখে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতি এলাকায় সতর্ককারী

نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي

নাযীর-। ৫২। ফালা-তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা অজ্বা-হিদ্হুম বিহী জিহা-দান্ কাবীর-। ৫৩। অ হুওয়াল্লাযী

প্রেরণ করতাম।(৫২) সুতরাং আপনি কাফেরদেরকে মানবেন না, বরং তদ্দ্বারা প্রবল সংগ্রাম করুন। (৫৩) এবং তিনিই

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

মারাজ্বাল্ বাহ্রাইনি হা-যা- 'আয্বুন্ ফুর-তুঁও অহা-যা-মিল্হুন্ উজ্বা-জুন্; অজ্বা'আলা- বাইনাহুমা-বার্যাখাঁও

দু সমুদ্রকে মিলিত ভাবে চালিত করেন, যার একটি মিষ্টি-তৃপ্তিকর, অন্যটি লবনাক্ত খর; উভয়ের মাঝে অন্তরায় ও ব্যবধান

وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ

অহিজ্বরম্ মাহ্জূর-।৫৪। অহুঅল্লাযী খলাক্ব মিনাল্ মা — য়ি বাশারন্ ফাজ্বা'আলাহূ নাসাবাঁও অ ছিহ্র-;

রেখেছেন। (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তার বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন;

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ

অ কা-না রব্বুকা ক্বদীর-। ৫৫। অ ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্ফা'উহুম্ অলা- ইয়াদ্বুরুহুম্;

আপনার রবই শক্তিশালী। (৫৫) তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসণা করে, যা না উপকার করে, আর না অপকার।

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٧﴾ قُلْ مَا

অকা-নাল কা-ফিরু 'আলা-রব্বিহী জোয়াহীর-। ৫৬। অমা ~ আর্সালনা-কা ইল্লা-মুবাশ্শিরাঁও অনাযীর-। ৫৭। কু্ল্ মা ~

আর কাফেররাতো রব-বিরোধী।(৫৬) আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই। (৫৭) বলুন, আমি

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٨﴾ وَ

আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্রিন্ ইল্লা-মান্ শা —য়া আইঁ ইয়াত্তাখিয ইলা-রব্বিহী সাবীলা-। ৫৮। অ

তোমাদের কাছে এর প্রতিদানের আশাকরি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আর

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ হাইয়্যিল্লাযী লা-ইয়ামূতু অসাব্বিহ, বিহাম্দিহ্; অকাফা-বিহী বিযুনূবি ই'বাদিহী

তুমি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন সত্ত্বায় নির্ভর কর, তাঁর স্ব-প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর, তাঁর বান্দার পাপসমূহ সংরক্ষণে তিনিই

خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

খাবীর-। ৫৯। নিল্লাযী খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দোয়া অমা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা- মিন্ ছুম্মাস্

যথেষ্ট। (৫৯) তিনি আকাশ মণ্ডলী ও যমীনে তার মধ্যবর্তী সব কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করলেন, তারপর আরশে অধিষ্ঠিত হন;

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

তাওয়া 'আলাল্ 'আর্শি আর্রহ্মা-নু ফাস্য়াল্ বিহী খবীর-। ৬০। অইযা ক্বীলা লাহুমুস্ জু্দূ

তিনি পরম করুণাময়, তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞদেরকে প্রশ্ন করুন। (৬০) যখন তাদের বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর।

সেজদা

لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩

লির্রহ্মা-নি ক্বা-লূ অমার্ রহ্মানু আনাস্জু্দু লিমা-তা''মুরুনা-অযা-দাহুম্ নুফূর-।

তখন তারা বলে, রহ্মান আবার কে? তুমি নির্দেশ দিলেই কি আমরা সিজদা করব? এতে তাদের বিমুখতা আরো বৃদ্ধি পায়

﴿٦١﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

৬১। তাবা-রকাল্লাযী জ্বা'আলা ফি স্ সামা — য়ি বুরূজাঁও অ জ্বা'আলা ফীহা-সিরা-জাঁও অক্বামারম্ মুনীর-।

(৬১) মহান সত্ত্বাই আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র স্থাপন করেছেন।

﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

৬২। অহুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাল্ লাইলা অন্নাহা-র খিল্ফাতাল্ লিমান্ আর-দা আইঁ ইয়ায্যাক্কার আও আর-দা শুকূর-।

(৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে সৃষ্টি করলেন; যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য।

মোতা-৮ সিজদাহ-৭ রুকু ৩ ع ৫ ১৬

আয়াত-৫৬ ঃ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত প্রদান করি। আল্লাহর বিধি-বিধান তোমাদের নিকট পৌছিয়ে ইহ -পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। আমি এই শ্রমের কোন বিনিময় তোমাদের নিকট আশা করি না। ছহীহ্ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ অনুযায়ী সৎ কাজ করে, এ সৎ কাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরাপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয় সেও পাবে। (তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৬০ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এদের মাধ্যমে দিন-রাতের পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল তথা সমগ্র সৃষ্ট জগত এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো হতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভে সক্ষম হতে পারে। (মাঃ কোঃ)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। অ ই'বা-দুর্ রহ্মা-নিল্ লাযীনা ইয়াম্শূনা 'আলাল্ আর্দ্বি হাওনাঁও অইযা- খা-ত্বোয়াবাহুমুল্ জ্বা-হিলূনা
(৬৩) দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলাফেরা করে; যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন

قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٥﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

ক্বূলূ সালামা-। ৬৪। অল্লাযীনা ইয়াবীতূনা লিরব্বিহিম্ সুজ্জাদাঁও অক্বিয়ামা-। ৬৫। অল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা
শান্তিসূচক কথা বলে। (৬৪) তারা তাদের রবের সম্মুখে সিজদায় ও দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে। (৬৫) এবং বলে,

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ

রব্বানাছ্ রিফ্ 'আন্না-'আযা-বা জ্বাহান্নামা ইন্না 'আযা-বাহা-কা-না গরা-মা-। ৬৬। ইন্নাহা-সা — য়াত্
হে আমাদের রব! আমাদের থেকে দোযখের শাস্তি দূরে রাখুন, তার শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ করে।(৬৬) নিশ্চয়ই তা অতি নিকৃষ্ট

مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ

মুস্তাক্বর্রাঁও অমুক্বা-মা -। ৬৭। অল্লাযীনা ইযা ~ 'আন্ফাক্বূলাম্ ইয়ুস্রিফূ অলাম্ ইয়াক্বূতুরূ অকা-না বাইনা
বিশ্রামাগার ও আবাস। (৬৭) আর যখন তারা ব্যয় করে তখন না অপব্যয় করে, আর না কার্পণ্য করে; তারা মধ্যম

ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ

যা-লিকা ক্বওয়া-মা-। ৬৮। অল্লাযীনা লা-ইয়াদ্'উনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ–খর অলা-ইয়াক্বতুলূ নান্ নাফ্সাল্লাতী
পন্থা অবলম্বন করে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহর্ ইবাদত করে না। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ আত্মাকে

حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٩﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ

হার্রমাল্লা-হু ইল্লা-বিল্হাক্ব্কি অলা-ইয়াযনূনা অমাই ইঁয়াফ্আল্ যা-লিকা ইয়াল্ক্ব আছা-মা-।৬৯। ইয়ুদ্বোয়া'আফ্ লাহুল্
তারা যথার্থতা ছাড়া হত্যা করে না; তারা যেনা করে না; আর যে এগুলো করল সে শাস্তি পাবে। (৬৯) পরকালে তার শাস্তি

الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٧٠﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

'আযা-বু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অইয়াখ্লুদ্ ফীহি মুহা-না-। ৭০। ইল্লা-মান্ তা-বা অ আ-মানা অ 'আমিলা আমাল্সান্
দ্বিগুণ করা হবে, সেখানে সে হীনভাবে অনন্ত কাল থাকবে; (৭০) তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,

صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧١﴾ وَ

ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লা-হু সাইয়িয়া-তিহিম্ হাসানা-ত্; অকা-নাল্লা-হু গফূরর্ রহীমা-। ৭১। অ
আল্লাহ তাদের গুনাহ সমূহকে তাদের পূণ্যের দ্বারা বদল করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) এবং

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ

মান্ তা-বা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাইন্নাহূ ইয়াতূবু ইলাল্লা-হি মাতা-বা-। ৭২। অল্লাযীনা লা-ইয়াশ্হাদূনায্
যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।(৭২) আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং নিরর্থক

الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ

যূরা অইযা-মার্রূ বিল্লাগ্ওয়ি মার্রূ কির-মা- ।৭৩। অল্লাযীনা ইযা- যুক্কিরূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম লাম
কার্যকে মর্যাদার সাথে পরিহার করে চলে। (৭৩) আর তাদেরকে তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি

يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ

ইয়াখির্রূ 'আলাইহা- ছুম্মাঁও অ 'উম্ইয়া-না-। ৭৪। অল্লাযীনা ইয়াকূ্লূনা রব্বানা-হাব্লানা-মিন্ আয্ওয়া-জ্বিনা-অ
বধির ও অন্ধের মত ঝুঁকে পড়ে না।(৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা

ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

যুর্রিয়্যা-তিনা-কুর্রতা আ'ইয়ুনিঁও অজ্'আল্না-লিল্মুত্তাকীনা ইমা-মা-। ৭৫। উলা — য়িকা ইয়ুজ্ যাওনাল্ গুর্ফাতা বিমা-ছোয়াবারূ
চোখ-জুড়ানো হয়, আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। (৭৫) ধৈর্যের কারণে তাদেরকে কক্ষ দেয়া হবে, এবং সেখানে

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

অইযুলাক্কাওনা ফীহা—তাহিয়্যাতাঁও অসালা-মা-। ৭৬। খ-লিদীনা ফীহা-; হাসুনাত্ মুস্তাকার্রাঁও অমুকা-মা-।
তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে ও সালাম প্রাপ্ত হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তা কত উত্তম বসতি ও বিশ্রামাগার।

﴿٧٧﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

৭৭। কুল্ মা- ইয়া'বায়ু বিকুম্ রব্বি লাওলা-দু'আ — য়ুকুম্ ফাক্বদ্ কায্যাব্তুম্ ফাসাওফা ইয়াকূনু লিযা-মা-।
(৭৭) বলুন, রবকে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না; তোমরা অস্বীকার করেছে, তাই অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য বিপদ।

সূরা শু'আরা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২৭
রুকূ ঃ ১১

﴿١﴾ طسم ﴿٢﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا

১। ত্বোয়া-সী — ম্মী — ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্। ৩। লা'আল্লাকা বা-খি'উন্ নাফ্সাকা আল্লা-ইয়াকূনূ
(১) ত্বোয়া সীন মীম। (২) এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা মু'মিন না হওয়ায় সম্ভবতঃ নিজের জীবন বিসর্জন

مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

মু''মিনীন্। ৪। ইন্ নাশা'' নুনায্যিল্ 'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা — য়ি আ-ইয়াতান্ ফাজোয়াল্লাত্ 'আনা-কু্হুম্ লাহা-খ-দ্বি'ঈন্।
দেবেন।(৪) আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে আকাশ হতে তাদের উপর নিদর্শন নাযিল করতাম, যাতে তাদের ঘাড় বিনীত হয়।

আয়াত-৩ ঃ অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্ব-জাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হবে না। এ হতে জানা গেল যে, যার ভাগ্যে ঈমান নেই-কোন কাফের সম্পর্কে এরূপ জানার পরও তার নিকট দ্বীন প্রচার করতে হবে। মানুষকে দ্বীন হতে বিমুখ হতে দেখে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর বেশি দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৪ঃ এখানে "আ'নাকহুম" অর্থ- তাদের গ্রীবা বা গর্দান। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গ্রীবায় প্রকাশ পায়। (মাঃ কোঃ) ৩। বরং আল্লাহ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করে থাকে। মোটকথা, আল্লাহর সাথে শরীক করা নবুওয়াতের অবিশ্বাস করার চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। শত্রুতা মুলক মনোভাব তাদের প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়েছে। (বঃ কোঃ)

এক চতুর্থাংশ • ৬ ১৯
ع ১৭ 4 রুকু
মঞ্জিল ৫

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥ فَقَدْ

৫। অমা-ইয়া''তীহিম্ মিন্ যিক্‌রিম্ মিনার্ রহ্‌মা-নি মুহ্‌দাছিন্ ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হু মু'রিদ্বীন্। ৬। ফাক্বদ্
(৫) যখনই তাদের কাছে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা মুখ ফিরায়। (৬) অতঃপর তারা

كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٦ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ

কায্‌যাবূ ফাসাইয়া''তী হিম্ আম্‌বা — য়ু মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাও ইলাল্ আর্‌দ্বি কাম্
মিথ্যারোপ করে, তাদের ঠাট্টার বিষয়ের প্রকৃত বার্তা শীঘ্রই আসবে। (৭) তারা কি যমীনের দিকে তাকায় না? তাতে আমি

أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨

আম্‌বাত্‌না-ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজিন্ কারীম্। ৮। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা- কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন্।
প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বস্তু উৎপন্ন করেছি। (৮) নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শন আছে, তাদের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করে না।

ع ১ ৯ ৫ রুকু

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ

৯। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ১০। অ ইয্ না-দা- রব্বুকা মূসা ~ আনি''তিল্
(৯) আর নিশ্চয়ই আপনার রবই বিজয়ী, দয়ালু।(১০) আর যখন রব মূসাকে আহ্বান করে বললেন যে, 'জালিম সম্প্রদায়ের

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن

ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমী ন্। ১১। ক্বওমা ফির্'আউন্; আলা-ইয়াত্তাকূ্ন্ । ১২। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী ~ আখ-ফু আইঁ
নিকট গমন কর, (১১) ফেরাউনের জাতীর কাছে; তারা কি ভয় করে না? (১২) বলল, হে আমার রব! ভয় হয় যে,

يُكَذِّبُونِ ۝١٢ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝١٣

ইয়ুকায্‌যিবূন্ ।১৩। অ ইয়াদ্বীক্ব্ ছোয়াদ্‌রী অলা-ইয়ান্‌ত্বোয়ালিক্ব্ লিসা-নী ফাআর্‌সিল্ ইলা-হা-রূন্।
আমাকে অস্বীকার করবে। (১৩) আমার মন সংকুচিত হবে, আমার জিহ্বা চলবে না, অতএব হারূনকেও রাসূল করুন।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۝١٤ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم

১৪। অলাহুম্ 'আলাইয়্যা যাম্‌বুন্ ফাআখা-ফু আইঁ ইয়াক্ব্ তুলূন্ ।১৫। ক্ব-লা ক্বাল্লা-ফায্‌হাবা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইন্না-মা'আকুম্
(১৪) আমি অভিযুক্ত, ভয় করি যে, আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ বললেন, কখনও না; উভয়েই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও;

مُّسْتَمِعُونَ ۝١٥ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦ أَنْ أَرْسِلْ

মুস্‌তামি'উন্। ১৬। ফা''তিয়া-ফির্'আউনা ফাকূ্লা ~ ইন্না-রাসূলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্ ।১৭। আন্ আর্‌সিল্
আমি সাথে শ্রোতারূপে আছি।(১৬) ফেরাউনের কাছে যাও, বল, আমরা উভয়েই বিশ্ব-রবের রাসূল। (১৭) বণী ইসরাঈলকে

مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ

মা'আনা-বানী ~ ইসর — ঈল্। ১৮। ক্ব-লা আলাম্ নুরব্বিকা ফীনা অলীদাঁও অলাবিছ্‌তা ফীনা-মিন্ 'উমুরিকা
আমাদের সাথে গমন করতে দাও। (১৮) বলল, তোমাকে কি শৈশবে পালন করি নি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর

سِنِينَ ﴿١٩﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ

সিনীন্। ১৯। অ ফা'আল্তা ফা'লাতাকাল্ লাতী ফা'আল্তা অ আন্তা মিনাল্ কা-ফিরীন্। ২০। ক্বা-লা

আমাদের সঙ্গে অতিবাহিত করছে।(১৯) তুমি তোমার অপকর্ম যা করার তা-ই করেছ, তুমি অকৃতজ্ঞ। (২০)(মূসা ফেরাউন) কে বলল,

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢١﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي

ফা'আল্তুহা ~ ইযাঁও অ আনা মিনাদ্ দ্বোয়া — ল্লীন্। ২১। ফাফাররূতু মিন্কুম্ লাম্মা -খিফ্তুকুম্ ফাওয়াহাবা লী

আমি বিভ্রান্ত অবস্থায় তা করেছি। (২১) তারপর আমি যখন ভীত হলাম তখনই পলায়ন করলাম; অতঃপর আমার

رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٢﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ

রব্বী হুক্মাঁও অজ্বা'আলানী মিনাল্ মুর্সালীন্। ২২। অতিল্কা নি'মাতুন্ তামুন্নুহা-'আলাইয়্যা আন্ 'আব্বাত্তা

রব আমাকে বিশেষ জ্ঞান প্রদান করলেন, আমাকে রাসূল বানালেন।(২২) যে অনুগ্রহের খোটা তোমরা আমাকে দিচ্ছ তা হল,

بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

বানী ~ ইসর — ঈল্। ২৩। ক্ব-লা ফির্'আউনু অমা-রব্বুল্ 'আ-লামীন্। ২৪। ক্ব-লা রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি

তুমি বণী ইস্রাঈলকে দাস বানিয়েছ।(২৩) ফিরাউন (মূসাকে) বলল, বিশ্ব রব আবার কি?(২৪) মূসা বলল, যিনি আকাশ মণ্ডলী ও

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞

অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন্। ২৫। ক্ব-লা লিমান্ হাওলাহূ ~ আলা-তাস্তামি'উন্।

পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত সব কিছুর রব। যদি তোমরা বিশ্বাস কর।(২৫) ফেরাউন তার পরিষদকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা শুনছ কি?

﴿٢٦﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ

২৬। ক্ব-লা রব্বুকুম্ অরব্বু আ-বা — য়িকুমুল্ আউওয়ালীন্। ২৭। ক্ব-লা ইন্না রাসূলাকুমু ল্লাযী ~ উর্সিলা

(২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরও রব।(২৭) (ফেরাউন) বলল, তোমাদের

إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ

ইলাইকুম্ লামাজ্নূন্। ২৮। ক্বা-লা রব্বুল্ মাশ্রিক্বি অল্ মাগ্রিবি অমা-বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্

কাছে প্রেরিত রাসূলটি পাগল। (২৮) মূসা বলল, আল্লাহ পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর রব, যদি তোমরা

تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۞

তা'ক্বিলূন্। ২৯। ক্ব-লা লায়িনি ত্তাখায্তা ইলা-হান্ গইরী লাআজ্'আলান্নাকা মিনাল্ মাস্জূনীন্।

বুঝ। (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানাও, তবে তোমাকে আমি কারারুদ্ধ করব।

আয়াত-২৩ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়; কেননা, ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা না করে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অবাস্তব। (তাফঃ রূঃ মাঃ) আয়াত-৩১ ঃ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর যখন ফেরাউনের দিকে হা করে মুখ বাড়াল, তখন ফেরাউন সিংহাসন হতে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আঃ) এর স্মরণাপন্ন হল, আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মারা গেল। (তাফঃ কঃ, মাঃ কোঃ)

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

৩০। ক্ব-লা আওয়ালাও জ্বি'তুকা বিশাইয়িম্ মুবীন্। ৩১। ক্ব-লা ফা''তি বিহী ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্।
(৩০) মূসা বলল, তোমার কাছে যদি স্পষ্ট কিছু আনি, তবুও ? (৩১) ফেরাউন বলল, সত্যবাদী হলে আন।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

৩২। ফা আল্ক্ব- 'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া ছু'বানুম্ মুবীন্। ৩৩। অনাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা-হিয়া বাইদ্বোয়া — য়ু
(৩২) অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলে তখনই স্পষ্ট অজগর হল। (৩৩) এবং হাত বের করল, তা দর্শকদের জন্য

ع ২ ২৪ ৬ রুকূ

لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم

লিন্না-জিরীন্।৩৪। ক্ব-লা লিল্মালায়ি হাওলাহূ ~ ইন্না হা-যা-লাসা-হিরুন্ 'আলীম্। ৩৫। ইয়ুরীদু আই ইয়ুখ্ রিজ্বাকুম্
শুভোজ্জ্বল হল। (৩৪) ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, এ-তো সুদক্ষ যাদুকর। (৩৫) সে তার যাদু দিয়ে তোমাদেরকে

مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي

মিন্ আর্দ্বিকুম্ বিসিহ্রিহী ফামা-যা- তা''মুরুন্। ৩৬। ক্ব-লূ ~ আর্জ্বিহ্ অআখ- হু ওয়াব্'আছ্ ফিল্
দেশান্তর করতে চায়, তোমাদের অভিমত কি? (৩৬) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং আর

الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

মাদা — য়িনি হা-শিরীন্। ৩৭। ইয়া''তূকা বিকুল্লি সাহ্হা-রিন্ 'আলীম্। ৩৮। ফাজুমি'আস্ সাহারাতু লিমীক্ব -তি
শহরে দূত পাঠাও।(৩৭) যেন সুদক্ষ যাদুকর নিয়ে আসে। (৩৮)(দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত) যাদুকরদেরকে সমবেত করা হল

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ

ইয়াওমিম্ মা'লূম্। ৩৯। অক্বীলা লিন্না-সি হাল্ আন্তুম্ মুজ্ তামি'উন্। ৪০। লা'আল্লানা-নাত্তাবি'উস্
নির্দিষ্ট সময়ে এক নির্ধারিত দিনে। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হল, তোমরা একত্রিত হবে কি? (৪০) যেন আমরা

السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا

সাহারতা ইন্ কা-নূ হুমুল্ গলিবীন্। ৪১। ফালাম্মা- জ্বা — য়াস্ সাহারতু ক্ব-লূ লিফির্'আউনা আয়িন্না লানা-
যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।(৪১) তারপর যাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, বিজয়ী হলে

لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ

লাআজ্রন্ ইন্ কুন্না -নাহ্নুল্ গ-লিবীন্।৪২। ক্ব-লা না'আম্ অ ইন্নাকুম্ ইযা ল্লামিনাল্ মুক্বার্রাবীন্। ৪৩। ক্ব-লা
আমাদের জন্য পুরস্কার আছে তো? (৪২) বলল, হাঁ,তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ট লোক হবে। (৪৩) মূসা তাদেরকে বলল,

لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ

লাহুম্ মূসা ~ আল্ক্বূ মা ~ আন্তুম্ মুল্ক্বূন্। ৪৪। ফাআল্ক্বও হিবা-লাহুম্ অ ইছিয়্যাহুম্ অক্বূলূ বি'ইয্যাতি
তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা কর। (৪৪) তারপর তারা রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করে বলল, ফেরাউনের ইয্যতের শপথ!

فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ٭

ফির্'আওনা ইন্না লানাহ্নুল্ গলিবূন্ । ৪৫ । ফা আল্ক্ব-মূসা-'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া তাল্ক্বফু মা-ইয়া''ফিকূন্ ।
নিশ্চয়ই আমরাই বিজয়ী হ'ব । (৪৫) অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলে তাদের অলীক বস্তুগুলো সব গিলে ফেলে ।

﴿٤٦﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٧﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٨﴾ رَبِّ مُوْسٰى

৪৬ । ফাউল্ক্বিয়াস্ সাহারতু সা-জ্বিদীন্ । ৪৭ । ক্ব-লূ ~ আ-মান্না- বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্ । ৪৮ । রব্বি মূসা-
(৪৬) তখন যাদুকররা সবাই সিজদায় পড়ে গেল ।(৪৭) এবং বলল, বিশ্ব-রবের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম । (৪৮) যিনি মূসা

وَهٰرُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ

অহা-রূন্ । ৪৯ । ক্ব-লা আ-মান্তুম্ লাহূ ক্ববলা আন্ আ-যানা লাকুম্ ইন্নাহূ লাকাবীরুকুমুল্লাযী 'আল্লামা কুমুস্
ও হারূনের রব । (৪৯) ফেরাউন বলল, অনুমতির পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? এ ব্যক্তি তো তোমাদের বড়

السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۥ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ

সিহ্র ফালাসাওফা তা'লামূন; লাউক্বত্ত্বি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআরজুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিঁও অলা-উছোয়াল্লিবান্নাকুম্
যাদু শিক্ষক । শীঘ্রই এর পরিণাম বুঝবে । অবশ্যই আমি তোমাদের হাত, পা, বিপরীতভাবে কাটব, আর তোমাদের

اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٠﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥١﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ

আজ্ব্ মা'ঈন্ । ৫০ । ক্ব-লূ লা-দ্বোয়াইর ইন্না ~ইলা-রব্বিনা- মুন্ক্বালিবূন্ । ৫১ । ইন্না-নাত্ব্ মা'উ আইঁ
সবাইকে আমি শূলে চড়াব । (৫০) তারা বলল, তাতে ক্ষতি নেই, রবের কাছেই তো যাব । (৫১) আমরা আশা করি, রব

ع ৩ ১৪ ৭ রুকু

يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ

ইয়াগ্ফির লানা-রব্বুনা-খত্বোয়া-ইয়া-না ~ আন্ কুন্না ~ আউওয়ালাল্ মু''মিনীন্ । ৫২ । অ আওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আন্ আস্রি
আমাদের পাপ মার্জনা করবেন, কেননা আমরা প্রথম মুমিন । (৫২) আর আমি মূসাকে অহী করলাম যে, রাতে আমার

بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ

বি'ইবা-দী ~ ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'উন্ । ৫৩ । ফাআর্সালা ফির্'আউনু ফিল্ মাদা — য়িনি হা-শিরীন্ । ৫৪ । ইন্না
বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়, তোমরা অনুসৃত হবে । (৫৩) ফেরাউন শহরে লোক সংগ্রহে পাঠাল যে, (৫৪) নিশ্চয়ই

هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ٭

হা ~ উলা — য়ি লাশির্যিমাতুন্ ক্বালীলূন্ । ৫৫ । অইন্নাহুম্ লানা-লাগ — য়িজূন্ । ৫৬ । অইন্না-লাজামী'উন্ হা-যিরূন্ ।
এরা তো ক্ষুদ্র দল । (৫৫) এবং এরা তো আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছে । (৫৬) আমরা সদা সতর্ক একটি দল ।

আয়াত-৫২ ঃ এখানে মিসর ত্যাগের বৃত্তান্তই বর্ণনা করা হয়েছে । মূসা (আঃ) কোন উৎসবের কথা বলে ফিরাউন হতে অনুমতি নিয়ে বনী ঈসরাইলকে সপরিবারে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বনী ঈসরাইলেরা ফিরাউন সম্প্রদায় হতে এ উপলক্ষে অলঙ্কারাদিও ধার করে নিয়েছিল । ফিরাউন এ সংবাদ অবগত হয়ে ফিরাউন তার দলবলসহ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং প্রত্যুষে লোহীত সাগরের তীরে এসে সাক্ষাৎ পেল । বনী ঈসরাইল তাদেরকে দেখে ভীত হল । হযরত মূসা (আঃ) তাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের সুরে বললেন, " আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন ।

٥٧ فَأَخْرَجْنٰهُم مِّن جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ٥٨ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذٰلِكَ ط

৫৭। ফাআখ্‌রজ্‌না-হুম্ মিন্ জান্না-তিঁও অ'উইয়ূন্। ৫৮। অ কুনূযিঁও অমাক্ব-মিন্ কারীম্। ৫৯। কাযা-লিক্;
(৫৭) বাগান ও ঝর্ণা হতে তাদেরকে (ফেরাউনের দলকে) বের করলাম, (৫৮) আর ধন-ভাণ্ডার ও সু-প্রাসাদ হতে। (৫৯) এভাবেই,

وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِىٓ إِسْرٰٓءِيلَ ٦٠ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦١ فَلَمَّا تَرٰٓءَا

অআওরছ্‌না-হা-বানী ~ইস্‌রা—ঈল্। ৬০। ফাআত্‌বা'উহুম্ মুশ্‌রিক্বীন্। ৬১। ফালাম্মা-তারা—য়াল্
বণী ইস্রাঈলকে মালিক করলাম। (৬০) সূর্যোদয়কালে তারা অনুসরণ করল। (৬১) উভয়ে পরস্পরকে দেখলে মূসার

الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوسٰىٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦٢ قَالَ كَلَّا ج إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

জাম্'আ-নি ক্ব-লা আছ্‌হা-বু মূসা ~ ইন্না-লামুদ্‌রাকূন্। ৬২। ক্ব-লা কাল্লা-ইন্না মা'ইয়া রব্বী সাইয়াহ্‌দীন্।
সাথীরা বলল, নিশ্চয়ই আমরা ধৃত হব।(৬২) মূসা বলল, কখনো না, আমাদের রব আমাদের সাথে আছেন, পথ দেখাবেন

٦٣ فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

৬৩। ফাআওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আনিদ্বি রিব্ বি'আছোয়া-কাল্ বাহ্‌র; ফান্‌ফালাক্ব ফাকা-না কুল্লু
(৬৩) অতঃপর আমি মূসার কাছে নির্দেশ প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর, বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক

فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ٦٤ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْءَاخَرِينَ ٦٥ وَأَنجَيْنَا مُوسٰى وَمَن مَّعَهُۥٓ

ফির্‌ক্বিন্ কাত্তোয়াওদিল্ 'আজীম্।৬৪। অ আয্‌লাফ্‌না ছাম্মাল্ আ-খরীন্।৬৫। অআন্‌জাইনা-মূসা-অমাম্মা'আহূ ~
অংশ বিশাল বড় পাহাড় সাদৃশ হল; (৬৪) আর সেখানে অন্যদলকে পৌঁছেদিলাম। (৬৫) মূসা ও তার সকল সঙ্গীকে

أَجْمَعِينَ ٦٦ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْءَاخَرِينَ ٦٧ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ☆

আজ্‌ম'ঈন্। ৬৬। ছুম্মা আগ্‌রক্বনাল্ আ-খরীন্। ৬৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু''মিনীন্।
মুক্তি দিলাম। (৬৬) অন্য দলকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু অধিকাংশই তাতে বিশ্বাসী নয়।

ওয়াক্বফে লাযেম ৪

ع ১৭ ৮ রুকু

٦٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٦٩ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

৬৮। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর রহীম্।৬৯। অত্‌লু 'আলাইহিম্ নাবায়া ইব্রা-হীম্। ৭০। ইয্ ক্ব-লা লিআবীহি
(৬৮) আর নিশ্চয়ই আপনার রব পরাক্রমশালী, দয়ালু। (৬৯) তাদেরকে ইব্রাহীমের বিবরণ শুনান। (৭০) যখন সে তার পিতা

وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ٧١ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِينَ ٧٢ قَالَ هَلْ

অক্বওমিহী মা-তা'বুদূন্।৭১। ক্ব-লূ না'বুদু আছ্‌না- মান্ ফানাজোয়াল্লু লাহা-'আ-কিফীন্।৭২। ক্ব-লা-হাল্
ও জাতিকে বলল, তোমারা কিসের পূজা কর? (৭১) তারা বলল, প্রতিমার পূজা করি, একনিষ্ঠভাবে এদের আকড়ে ধরি। (৭২) বলল, তাদের

يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٣ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٤ قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا

ইয়াসমা'উনাকুম ইয্ তাদ্'উন্।৭৩। আও ইয়ান্‌ফা'উনাকুম্ আও ইয়াদ্বুর্‌রূন্।৭৪। ক্ব-লূ কাল্ অজ্বাদনা ~ আ-বা — য়ানা-
যখন ডাক তখন কি তারা তোমাদের ডাক শোনে? (৭৩) বা উপকার অথবা অপকার করে? (৭৪) বলল, বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরএরূপ

كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ

কাযা-লিকা ইয়াফ্'আলূন্ ।৭৫। ক্ব-লা আফারায়াইতুম্ মা-কুন্তুম্ তা'বুদূন্। ৭৬। আন্তুম্ অ আ-বা — যুকুমুল্

করতে দেখেছি। (৭৫) ইব্রাহীম বলল, তোমারা কি তোমাদের উপাস্য সম্পর্কে ভেবেছ। (৭৬) তোমরা ও তোমাদের পূর্ব

الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٨﴾ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ

আক্বদামূন্।৭৭। ফাইন্নাহুম্ আ'দুওয়ুল্লী ~ ইল্লা-রব্বাল্ 'আ-লামীন্। ৭৮। আল্লাযী খলাক্বনী ফাহুওয়া

পুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব-রব ছাড়া এরা সবই আমার শত্রু। (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন

يَهْدِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْ

ইয়াহ্দীন্। ৭৯। অল্লাযী হুওয়া ইয়ুত্বি'ইমুনী অইয়াস্ক্বীন্। ৮০। অ ইযা-মারিদ্বতু ফাহুওয়া ইয়াশ্ফীন্। ৮১। অল্লাযী

করাবেন। (৭৯) আর তিনিই আমাকে পানাহার করান। (৮০) আর আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন। (৮১) তিনিই

يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٣﴾

ইয়ুমীতুনী ছুম্মা ইয়ুহ্য়ীন্। ৮২। অল্লাযী ~ আত্ব্মাউ' আইঁ ইয়াগ্ফিরালী খাতী — আতী ইয়াওমাদ দীন্।

মৃত্যু দেন, অতঃপর তিনিই পুনঃ জীবিত করবেন। (৮২) এবং আমি আশা করি পরকালে আমার পাপ ক্ষমা করবেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي

৮৩। রব্বি হাব্লী হুক্মাঁও অআল্হিক্নী বিছ্ছো-লিহীন্। ৮৪। অজ্ব 'আল্লী লিসা-না ছিদ্ক্বিন্ ফিল্

(৮৩) হে আমার রব! আমাকে জ্ঞান দাও, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৪) এবং আমাকে সত্যভাষী কর অন্যদের

الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ

আ-খিরীন্। ৮৫। অজ্'আল্নী মিঁও অরছাতি জ্বান্নাতিন্ না'ঈম্। ৮৬। অগ্ফির্ লিআবী ~ ইন্নাহু কা-না মিনা দ্ দ্বোয়া — লীন্।

মধ্যে। (৮৫) আমাকে সুখকর জান্নাতের অধিকারী বানাও। (৮৬) হে আমার রব! পিতাকে ক্ষমা কর, সে পথভ্রষ্ট ছিল।

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا

৮৭। অলা-তুখ্যিনী ইয়াওমা ইয়ুব্'আছূন্। ৮৮। ইয়াওমা লা-ইয়ান্ফা'উ মা-লুঁও অলা-বানূন্। ৮৯। ইল্লা-

(৮৭) তাকে পুনরুত্থান দিনে লাঞ্ছিত করো না। (৮৮) যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি উপকার দেবে না। (৮৯) হাঁ, যে

مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

মান্ আতাল্লা-হা বিক্বল্বিন্ সালীম্। ৯০। অ উয্লিফাতিল্ জ্বান্নাতু লিল্মুত্তাক্বীন্। ৯১। অবুর্রিযাতিল্ জ্বাহীমু

আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আসে। (৯০) সেদিন জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটতম হবে। (৯১) এবং জাহান্নাম বিভ্রান্তদের জন্য উন্মুক্ত

আয়াত-৮৪ ঃ অত্র আয়াতের অর্থ হল, হে আল্লাহ! আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতী অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দিয়ে স্মরণ করে। এর আসল লক্ষ্য মনোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দোয়া করা যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার পরকালের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের উৎসাহ জাগে এবং আমার পরও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। ইমাম গায্যালী (রঃ) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও মনোপ্রত তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। (১) নিজেকে বড় এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ না হয়ে পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্য হওয়া। (২) মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য হয়া চলবে না। (৩) তা অর্জনে কোন গুনাহ অথবা দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য করা চলবে না। (ইবঃ কাঃ)

لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ

লিল্‌গ-ওয়ীন্ । ৯২ । অক্বীলা লাহুম্ আইনামা– কুন্‌তুম্ তা'বুদূন্ । ৯৩ । মিন্ দূনিল্লা-হ্; হাল্ ইয়ান্‌ছুরূনাকুম্

করে দেয়া হবে। (৯২) আর তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের উপাস্যরা এখন কোথায়; (৯৩) আল্লাহ ছাড়া তারা কি তোমাদেরকে

اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٤﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٥﴾ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا

আও ইয়ান্‌তাছিরূন্ । ৯৪ । ফাকুব্‌কিবূ ফীহা হুম্ অল্ গ-যূন্ । ৯৫ । অ জুনূদু ইব্‌লীসা আজ্‌মা'উন্ । ৯৬ । ক্ব-লূ

সাহায্য করে, আর না তারা নিজেরা আত্মরক্ষায় সক্ষম?(৯৪) তাদেরকে ও ভ্রষ্টদেরকে তাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। (৯৫) ইবলীসের

وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٨﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ

অহুম্ ফীহা-ইয়াখ্‌তাছিমূন্ । ৯৭ । তাল্লা-হি ইন্ কুন্না-লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্ । ৯৮ । ইয্ নুসাওয়্যী কুম্

পুরোবাহিনীকেও। (৯৬) তারা সেখানে তর্ক করে বলবে। (৯৭) আল্লাহর কসম! আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিলাম,(৯৮) যখন তোমাদেরকে

بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ☆

বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্ । ৯৯ । অমা ~ আদ্বোয়াল্লানা ~ ইল্লাল্ মুজ্‌রিমূন্ । ১০০ । ফামা–লানা–মিন্ শা-ফি'ঈন্ ।

বিশ্ব রবের সমান মানতাম। (৯৯) এ পাপীরাই আমাদেরকে ভ্রান্ত করেছে। (১০০) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।

﴿١٠١﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ اِنَّ فِيْ

১০১ । অলা-ছোয়াদীক্বিন্ হামীম্ । ১০২ । ফালাও আন্না লানা-কার্‌রতান্ ফানাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন্ । ১০৩ । ইন্না ফী

(১০১) এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই,(১০২) আমাদেরকে যদি পুনর্বার পাঠাত, তবে আমরা মু'মিন হতাম! (১০৩) অবশ্যই

৫ ع ৩৬ ৯ রুকু

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ☆

যা- লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু''মিনীন্ । ১০৪ । অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্ ।

তাতে আমার নিদর্শন আছে, তবে তারা অধিকাংশই তাতে বিশ্বাসী নয়।(১০৪) নিশ্চয়ই তাদের রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

﴿١٠٥﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ☆

১০৫ । কায্‌যাবাত্ কাওমু নূহিনিল্ মুর্‌সালীন্ ।১০৬ । ইয্ ক্ব-লা লাহুম্ আখূহুম্ নূহুন্ আলা-তাত্তাক্বূন্ ।

(১০৫) নূহের সম্পদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না?

﴿١٠٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٩﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

১০৭ । ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্ । ১০৮ । ফাত্তাকুল্লা-হা অআত্বী'উন্ ।১০৯ । অমা ~ আস্‌য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্

(১০৭) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) আল্লাহকে ভয় কর,আর আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আর আমি এজন্য তোমাদের

اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١١﴾ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ

আজ্‌রিন্ ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলা -রব্বিল্ 'আ-লামীন্ । ১১০ । ফাত্তাকুল্লা-হা অআত্বী'উন্ । ১১১ । ক্ব-লূ ~ আনু'মিনু

কাছে প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান বিশ্ব-রবের নিকট। (১১০) আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান। (১১১) তারা বলল,

لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ

লাকা অত্তাবা'আকাল্ আর্যালূন্। ১১২। ক্ব-লা অমা-'ইল্মী বিমা– কানূ ইয়া'মালূন্। ১১৩। ইন্

আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করব, ইতররাই তো করছে;(১১২) নূহ বলল, আমি জানি না, তারা যা করে।(১১৩) যদি তোমরা

حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا

হিসা-বু হুম্ ইল্লা-'আলা-রব্বী লাও তাশ্'উরূন্। ১১৪। অমা ~ আনা বিত্বোয়া-রিদিল্ মু'মিনীন্। ১১৫। ইন্ আনা ইল্লা-

বুঝতে যে, তোমাদের রবের কাছেই তাদের হিসেব। (১১৪) আমি মু'মিনদেরকে তাড়াতে পারি না। (১১৫) আমি তো শুধু স্পষ্ট

نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ

নাযীরুম্ মুবীন্। ১১৬। ক্ব -লূ লায়িল্লাম্ তান্তাহি ইয়া-নূহু লাতাকূনান্না-মিনাল্ মারজূ্মীন্। ১১৭। ক্ব-লা

সতর্ককারী।(১১৬) তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করা হবে।(১১৭) নূহ বলল, হে আমার

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ

রব্বি ইন্না ক্বওমী কায্যাবূন্ । ১১৮। ফাফ্তাহ্ বাইনী অবাইনাহুম্ ফাত্হাঁও অনাজ্জিনী অমাম্

রব!আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।(১১৮) অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে মীমাংসা তুমি করে দাও, আমাকে ও

مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ

মা'ইয়া মিনাল্ মু''মিনীন্। ১১৯। ফাআন্জাইনা-হু অমাম্ মা'আহূ ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন্। ১২০। ছুম্মা

আমার মু'মিন সঙ্গীদেরকে রক্ষা কর। (১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম।(১২০) পরে

أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ

আগ্রক্না বা'দুল্ বাক্বীন্। ১২১। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১২২। অইন্না

অবশিষ্ট সবাইকে ডুবালাম। (১২১) অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে, তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১২২) আপনার

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ

রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ১২৩। কায্যাবাত্ 'আ-দুনিল্ মুরসালীন্। ১২৪। ইয্ ক্ব-লা লাহুম্

রব মহাপরাক্রমশালী, মহাদয়ালু। (১২৩) অস্বীকার করল আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে। (১২৪) যখন তাদের ভাই হূদ

أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ ۞

আখূহুম্ হূদুন্ আলা-তাত্তাকূন্। ১২৫। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১২৬। ফাত্তাকূ্ল্লা-হা অ আত্বী'উন্।

বলল, সাবধান হবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। (১২৬) আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

টীকা ঃ (১) আয়াত-১১১ ঃ আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ মুশরিকদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নিচু শ্রেণীর লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের হয়ে তাদের সাথে কিভাবে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করার এটিই ছিল প্রধান কারণ। নূহ (আঃ) বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক আভিজাত্য, ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁক-জমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং সম্মান ও অপমান এবং ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের তরফ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলা চরম মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত নই। অতএব, প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্র, আমরা তার মিমাংসা করতে পারি না। (মাঃ কোঃ)

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ

১২৭। অমা ~আস্আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্রিয়া ইল্লা- আলা-রব্বিল 'আ-লামীন্। ১২৮। আতাব্নূনা বিকুল্লি
(১২৭) আমি প্রতিদান তোমাদের নিকট চাইনা, প্রতিদান তো বিশ্ব রবের কাছে।(১২৮) তোমরা কি অযথা প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে

بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم

রী'ঈন্ আ-ইয়াতান্ তা'বাছূন্। ১২৯। অতাত্তাখিযূনা মাছোয়া-নি'আ লা'আল্লাকুম্ তাখ্লুদূন্। ১৩০। অইযা-বাত্বোয়াশ্তুম্
স্মৃতি তৈরি করছ?(১২৯) তোমরা বিরাট প্রসাদ তৈরি করছ চিরস্থায়ী হবে ভেবে।(১৩০) আর ধরলে অত্যাচারী হয়েই

بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا

বাত্বোয়াশ্তুম্ জ্বাব্বা-রীন্। ১৩১। ফাত্তাকুল্লা-হা অ আত্বীউ'ন্। ১৩২। অত্তাকুল্লাযী ~ আমাদ্দাকুম্ বিমা-
ধরে থাক। (১৩১) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমাকে মান। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদের কে জানা বস্তু

تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

তা'লামূন্। ১৩৩। আমাদ্দাকুম্ বিআন্'আ-মিঁও অবানীন্ ১৩৪। অ জ্বান্না-তিঁও অ 'উইয়ূন্। ১৩৫। ইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্
দ্বারা সাহায্য করেছেন।(১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন জন্তু আর সন্তান।(১৩৪) বাগান ও ঝর্ণা দিয়ে;(১৩৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্।১৩৬। ক্বা-লূ সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইনা ~ আওয়া 'আজ্তা আম্ লাম্ তাকুম্ মিনাল্ ওয়া-'ইজীন্।
ব্যাপারে মহা-দিনের শাস্তির ভয় করি। (১৩৬) তারা বলল, তুমি তাদের উপদেশ দাও, আর না দাও, সবই সমান।

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ

১৩৭। ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-খুলুকুল্ আউওয়ালীন্। ১৩৮। অমা-নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ১৩৯। ফাকায্যাবূহু
(১৩৭) তুমি যা বলছ তা তো পূর্ববর্তীদের চরিত্র। (১৩৮) আর আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত নই। (১৩৯) অতঃপর তারা তাকে

فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

ফাআহ্লাক্না-হুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৪০। অইন্না রব্বাকা
প্রত্যাখ্যান করলে আমি ধ্বংস করলাম, এতে নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।(১৪০) রবই পরাক্রমশালী;

৭ ع ১৮ ১১ রুকু

لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ

লাহুয়াল্ 'আযী যুর্ রহীম্। ১৪১। কায্যাবাত্ ছামূদুল্ মুরসালীন্। ১৪২। ইয্ ক্বা-লা লাহুম্ আখূহুম্ ছোয়া-লিহুন্
দয়ালু। (১৪১) ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদের অস্বীকার করল। (১৪২) যখন তাদের ভাই ছালেহ্ বলল, তোমরা কি সাবধান

أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَآ

আলা-তাত্তাকূন্। ১৪৩। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১৪৪। ফাত্তাকুল্লা-হা-অআত্বী'উন্। ১৪৫। অমা ~
হবে না? (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) কাজেই ভয় কর আল্লাহকে আর আমাকে মান। (১৪৫) আর

اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَتُتْرَكُوْنَ

আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ব্রিন্ ইন্ আজ্ব্রিয়া ইল্লা- আলা– রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৪৬। আতুত্ রকূনা

আমি এরজন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদানের প্রত্যাশি নই, আমার প্রতিদান বিশ্ব-রবের কাছে। (১৪৬) এখানে কি

فِىْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ

ফী মা-হা-হুনা ~ আ-মিনীন্ ।১৪৭। ফী জ্বান্না-তিওঁ অ উ'ইয়ূন্। ১৪৮। অ যুরূ'ইওঁ অনাখ্লিন্ ত্বোয়াল্'উহা– হাদ্বীম্।

তোমাদেরকে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে? (১৪৭) বাগানে ও ঝর্ণাসমূহ, (১৪৮) শস্যক্ষেত্র ও গুচ্ছদার খেজুর বাগানে?

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا

১৪৯। অ তান্হিতূনা মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূতান্ ফা-রিহীন্। ১৫০। ফাত্তাক্বুল্লা-হা অআত্বী'উ ন্। ১৫১। অলা– তুত্বী'উ ~

(১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পর্বত কেটে ঘর বানাচ্ছ। (১৫০) নিজেই আল্লাহকে ভয়কর, আমাকে মান। (১৫১) তোমরা

اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوْٓا

আম্রল্ মুস্রিফীন্। ১৫২। আল্লাযীনা ইয়ুফ্সিদূনা ফিল্ আর্দ্বি অলা-ইয়ুছ্লিহূন্। ১৫৩। ক্ব-লূ ~

সীমা লংঘণকারীদের নির্দেশ মেনো না।(১৫২) যারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কিন্তু সংশোধন করে না। (১৫৩) তারা বলল,

اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ

ইন্নামা ~ আন্তা মিনাল্ মুসাহ্হারীন্। ১৫৪। মা ~ আন্তা ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা-ফা"তি বিআ-ইয়াতিন্ ইন্ কুন্তা

তোমাকে তো কেউ সাংঘাতিক যাদু করেছে।(১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই মানুষ, কাজেই কোন নিদর্শন পেশ কর যদি

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ

মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৫৫। ক্ব-লা হাযিহী না-ক্বাতুল্লাহা-শির্বুঁও অলাকুম্ শির্বু ইয়াওমিম্ মা'লূম্।

তুমি সত্যবাদী হও। (১৫৫) সালেহ বলল, এ উষ্ট্রীর পানি পানের পালা একদিন, আর তোমাদের একদিন নির্ধারিত।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا

১৫৬। অলা-তামাস্সূহা-বিসূ — য়িন্ ফাইয়া"খুযাকুম্ 'আযা-বু ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৫৭। ফা'আক্বরূহা-ফাআছ্বাহূ

(১৫৬) আর তোমরা তার ক্ষতি করো না; যদি কর তবে মহা দিবসে তোমরা পাকড়াও হবে। (১৫৭) কিন্তু তারা তাকে বধ করল,

نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

না-দিমীন্।১৫৮। ফাআখযাহুমুল্ 'আযা-ব্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু"মিনীন্।

ফলে তারা অনুতপ্ত হল। (১৫৮) অতঃপর তারা শাস্তি পেল, এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

আয়াত-১৪৯ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরী জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৫৫ ঃ সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ) এর কাছে মু'জিযা চাইল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহর হুকুমে পাথর হতে একটি গর্ভবতী উটনী বের হয়ে আসল। তৎক্ষণাৎ এটি বাচ্চাও প্রসব করল। তাদের এলাকায় একটি কূপ ছিল। সালেহ (আঃ) নির্ধারণ করলেন যে, উক্ত কূপ হতে ঐ উষ্ট্রীটি একদিন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের পশুগুলো অন্য দিন পানি পান করবে। বস্তুতঃ যে দিন হযরত সালেহ (আঃ) এর উটনী পানি পান করত সেদিন অন্যদের পানি পান করার মত পানিই থাকত না। ফলে সম্প্রদায়ের লোকেরা দিনে দিনে উটনীটির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। (মাঃ কোঃ)

৮ ع ১৯ ১২ রুকু

وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٥٩﴾ كذبت قوم لوط المرسلين ﴿١٦٠﴾ اذ قال

১৫৯। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর রহীম্। ১৬০। কায্যাবাত্ ক্বওমু লূ ত্বিনিল্ মুরসালীন্। ১৬১। ইয্ ক্ব-লা
(১৫৯। নি'শ্চয়ই আপনার রব বিজয়ী, দয়ালু। (১৬০) লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করল। (১৬১) তাদের ভাই লূত

لهم اخوهم لوط الا تتقون ﴿١٦١﴾ انى لكم رسول امين ﴿١٦٢﴾ فاتقوا الله واطيعون ﴿١٦٣﴾

লাহুম্ আখূহুম্ লূত্বু ন্ আলা-তাত্তাক্বূ ন্। ১৬২। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১৬৩। ফাত্তাক্ব্ লা-হা অআত্বী'ঊন্।
তাদেরকে বলল, তোমরা কি সতর্ক হবে না? (১৬২) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে মান।

وما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا على رب العلمين ﴿١٦٤﴾ اتاتون

১৬৪। অমা ~ আস্আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্ রিয়া ইল্লা-'আলা-রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৬৫। আতা'তূ নায্
(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব রবের কাছে। (১৬৫) বিশ্বের

الذكران من العلمين ﴿١٦٥﴾ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل

যুক্‌র-না মিনাল্ 'আ-লামীন্। ১৬৬। অ তাযারূনা মা-খলাক্ব লাকুম্ রব্বুকুম্ মিন্ আয্ওয়া জ্বিকুম্; বাল্
পুরুষদের কাছেই কি তোমরা আসবে?(১৬৬) অথচ তোমরা বর্জন করছ তোমাদের জন্য আমাদের রবের সৃষ্টি স্ত্রীকে, তোমরা

انتم قوم عدون ﴿١٦٦﴾ قالوا لئن لم تنته يلوط لتكونن من المخرجين ﴿١٦٧﴾

আন্তুম্ ক্বওমুন্ 'আ-দূন্। ১৬৭। ক্ব-লূ লায়িল্লাম্ তান্তাহি ইয়া-লূত্বু লাতাকূনান্না মিনাল্ মুখ্‌রজ্বীন্।
বড়ই সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।(১৬৭) তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে।

قال انى لعملكم من القالين ﴿١٦٨﴾ رب نجنى واهلى مما يعملون ﴿١٦٩﴾

১৬৮। ক্ব-লা ইন্নী লি'আমালিকুম্ মিনাল্ ক্ব-লীন্। ১৬৯। রব্বি নাজ্জিনী অআহ্‌লী মিম্মা-ইয়া'মালূন্।
(১৬৮) লূত বলল, আমি তোমাদের কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে ও পরিবারকে তাদের কর্ম হতে রক্ষা কর।

فنجينه واهله اجمعين ﴿١٧٠﴾ الا عجوزا فى الغبرين ﴿١٧١﴾ ثم دمرنا الاخرين ﴿١٧٢﴾

১৭০। ফানাজ্জাইনাহু অআহ্‌লাহূ ~ আজ্মা'ঈ'ন্।১৭১। ইল্লা -'আজূ যান্ ফিল্ গ-বিরীন্। ১৭২। ছুম্মা দাম্মার্‌নাল্ আ-খরীন্।
(১৭০) আমি,তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, (১৭১) এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পশ্চাতী।(১৭২) পরে অন্য সবাইকে ধ্বংস করলাম।

وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ﴿١٧٣﴾ ان فى ذلك لاية

১৭৩।অআম্‌ত্বোয়ার্‌না-'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারন্ ফাসা — য়া মাত্বোয়ারুল্ মুন্‌যারীন্ ।১৭৪। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্;
(১৭৩) তাদের ওপর এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি দিলাম, সতর্ককারীদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল নিকৃষ্ট। (১৭৪) এতে রয়েছে তাদের জন্য

৯ ع ১৬ ১৩ রুকু

وما كان اكثرهم مؤمنين ﴿١٧٤﴾ وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴿١٧٥﴾ كذب اصحب

অমা-কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৭৫। অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর রহীম্। ১৭৬। কায্যাবা আছ্‌হা-বুল্
নিদর্শন কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।(১৭৫) রবই বিজয়ী, মহাদয়ালু। (১৭৬) অস্বীকার করেছিল আইকাবাসীরা

لَئِيكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٩﴾

আইকাতিল্ মুর্সালীন্। ১৭৭। ইয্ ক্ব-লা লাহুম্ শু'আইবুন্ আলা-তাত্তাক্বূন্ । ১৭৮। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্।
তাদের রাসূলদেরকে।(১৭৭) যখন শোয়াইব তার জাতীকে বলল, সাবধান কি হবে না?(১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

১৭৯। ফাত্তাক্বুল্লা-হা অআত্বী'উন্। ১৮০। অমা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ব্রিন্ ইন্ আজ্ব্রিয়া ইল্লা-'আলা-রব্বিল্
(১৭৯) আল্লাহ্কে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, প্রতিদান তো বিশ্ব

الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

'আ-লামীন্। ১৮১। আওফুল্ কাইলা অলা-তাকূনু মিনাল্ মুখ্সিরীন্। ১৮২। অযিনূ বিল্ কিস্ত্বোয়া- সিল্
জাহানের রবের কাছে।(১৮১) তোমরা যখন মাপ দাও তখন পূর্ণ মাপ দিও, ক্ষতিকারকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।(১৮২) এবং সঠিক

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

মুস্তাক্বীম্। ১৮৩। অলা-তাব্খাসূন্ না-সা আশ্ইয়া —য়াহুম্ অলা-তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্।
পাল্লায় ওজন দেবে।(১৮৩) আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, আর দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটাবে না,

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

১৮৪। অত্তাক্বুল্লাযী খলাক্বকুম্ অল্ জ্বিবিল্লাতাল্ আউওয়ালীন্। ১৮৫। ক-লূ ~ ইন্নামা ~ আন্তা মিনাল্
(১৮৪) তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভয় কর।(১৮৫) তারা বলল, নিশ্চয়ই তুমি

الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ

মুসাহ্হারীন্। ১৮৬। অমা ~ আন্তা ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা-অইন্ নাজ্বুন্নুকা লামিনাল্ কা-যিবীন্। ১৮৭। ফাআস্ক্বিত্ব্
যাদুগ্রস্ত। (১৮৬) আর তুমি তো আমাদের ন্যায় মানুষ, আর আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (১৮৭) আর তুমি যদি

عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا

'আলাইনা- কিসাফাম্ মিনাস্ সামা — য়ি ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৮৮। ক্ব-লা রব্বী ~ আ'লামু বিমা-
সত্যবাদী হও, তবে আকাশের এক-খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।(১৮৮) শোয়াইব বলল, আমার রব তোমাদের কর্মকাণ্ড

تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ

তা'মালূন্। ১৮৯। ফাকায্যাবূহু ফাআখযাহুম্ 'আযা-বু ইয়াওমিজ্ জুল্লাহ্; ইন্নাহূ কা-না 'আযা-বা ইয়াওমিন্
সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। (১৮৯) তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, ফলে তমাসাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এটি

আয়াত-১৮১ ঃ এর মর্মার্থ হল, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিবে না। উদ্দেশ্য হল, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু পাওনা, তাকে তার চেয়ে কম দেয়া হারাম। তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। এটি হতে আরও জানা গেল যে, কোন শ্রমিক কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৮৭ ঃ যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, তুমি সত্যই নবী। আর তোমাকে অবিশ্বাস করার ফলে আমাদের এ আযাব হল। শোআ'ইব (আঃ) বললেন, আযাব আনার বা আযাবের ধরন নির্ধারণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার রব তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তিনিই সবকিছু করবেন। (বঃ কোঃ)

عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

'আজীম্। ১৯০। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৯১। অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্

মহাদিনের শাস্তি।(১৯০) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে, তোমাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।(১৯১) আর নিশ্চয়ই আপনার রব

১০ ع ১৬ ১৪ রুকু

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞

'আযীযুর্ রহীম্। ১৯২। অইন্নাহূ লাতান্যীলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৯৩। নাযালা বিহির্ রূহুল্ আমীন্।

বিজয়ী, পরম দয়ালু। (১৯২) নিশ্চয় এটা কোরআন বিশ্ব-রবের নাযিলকৃত। (১৯৩) তা নাযিল করলেন বিশ্বস্ত জিব্রাঈল।

﴿١٩٤﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّهُ لَفِي

১৯৪। 'আলা-ক্বল্বিকা লিতাকূনা মিনাল্ মুন্যিরীন্। ১৯৫। বিলিসা-নিন্ 'আরবিয়্যিম্ মুবীন্। ১৯৬। অইন্নাহূ লাফী

(১৯৪) আপনার অন্তরে, যেন আপনি সাবধানকারী হতে পারেন, (১৯৫) স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) তার উল্লেখ পূর্ববর্তী

زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٧﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾ وَلَوْ

যুবুরিল্ আউওয়ালীন্।১৯৭। আওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহুম্ আ-ইয়াতান্ আইঁ ইয়া'লামাহূ ' উলামা — য়ু বানী ~ ইস্র — ঈল্। ১৯৮। অলাও

গ্রন্থসমূহ ছিল। (১৯৭) এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? এ বিষয়ে জানে বণী ইস্রাঈলের জ্ঞানীরা। (১৯৮) আর যদি

نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٩﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ كَذَٰلِكَ

নায্যাল্না-হু 'আলা বা'দ্বিল্ 'আজ্বামীন্। ১৯৯। ফাক্বরয়াহূ 'আলাইহিম্ মা-কানূ বিহী মু''মিনীন্। ২০০। কাযা-লিকা

আমি তা অনারবির প্রতি নাযিল করতাম। (১৯৯) সে তাদের কাছে তা পড়ত, তবুও তারা তা বিশ্বাস করত না। (২০০) এভাবেই

سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠١﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞

ছালাক্না-হু ফী ক্বুলূবিল্ মুজ্ব্রিমীন্। ২০১। লা-ইয়ু''মিনূনা বিহী হাত্তা-ইয়ারায়ুল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।

আমি তা দোষীদের মনে অবিশ্বাস ঢুকিয়েছি। (২০১) তারা তা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করবে।

﴿٢٠٢﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٣﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۞

২০২। ফাইয়া''তিয়াহুম্ বাগ্তাতাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্ 'উরূন্। ২০৩। ফাইয়াক্বূলূ হাল্ নাহ্নু মুন্জোয়ারূন্।

(২০২) তা হঠাৎ তাদের নিকট আসবে, তারা তা টেরই পাবে না,(২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব?

﴿٢٠٤﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٥﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا

২০৪। আফাবি 'আযা-বিনা-ইয়াস্তা'জ্বিলূন্। ২০৫। আফারয়াইতা ইঁম্ মাত্তা'না-হুম্ সিনীন্। ২০৬। ছুম্মা জ্বা — য়াহুম্ মা-কা-নূ

(২০৪) তবে তারা কি আযাবে ত্বরা করে। (২০৫) আপনি ভেবেছেন কি- যদি তাদের বহু বছর ভোগ করতে দেই,(২০৬) পরে তাদের কাছে ওয়াদাকৃত বস্তু

يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٨﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا

ইয়ূ'আদূন্। ২০৭। মা ~ আগ্না-'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়ু মাত্তা'ঊন্। ২০৮। অমা ~ আহ্লাক্না-মিন্ ক্বর্ইয়াতিন্ ইল্লা-

এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ্য তাদের কোন কাজে আসবে কি? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নি;

لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٩﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١٠﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١١﴾ وَمَا

লাহা-মুনযিরূন্। ২০৯। যিক্‌রা অমা-কুন্না- জোয়া-লিমীন্। ২১০। অমা-তানায্ যালাত্ বিহিশ্ শাইয়া-ত্বীন্।২১১। অমা-

সতর্ককারী ছাড়া।(২০৯) উপদেশ, গ্রহণের জন্য, আর আমি জালিম নই। (২১০) আর শয়তানরা তা নিয়ে আসেনি। (২১১) তারা

يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٢﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٣﴾ فَلَا تَدْعُ

ইয়াম্‌বাগী লাহুম্ অমা-ইয়াস্‌তাত্বী'উন্। ২১২। ইন্নাহুম্ 'আনিস্ সাম্‌ঈ' লামা'যূলূন্। ২১৩। ফালা-তাদ্'উ

এ কাজের উপযোগী নয়, এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তারা শ্রবণ হতে দূরে (১) (২১৩) অতএব আল্লাহর সাথে অন্য

مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٥﴾

মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর ফাতাকূনা মিনাল্ মু'আয্‌যাবীন্। ২১৪। অআন্‌যির্ আশীরতাকাল্ আক্‌রবীন্।

ইলাহর, ইবাদত করো না। যদি কর, তবে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।(২১৪) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٦﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي

২১৫। অখ্‌ফিদ্ব জ্বানা-হাকা লিমানিত্তাবা'আকা মিনাল্ মু''মিনীন্। ২১৬। ফাইন্ 'আছোয়াওকা ফাক্বুল্ ইন্নী

(২১৫) আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি আপনি বিনয়ী হোন।(২১৬) তারা আপনার অবাধ্য হলে বলুন, তোমাদের কর্মে

بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٨﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ

বারী — য়ুম্ মিম্মা-তা'মালূন্। ২১৭। অ তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ 'আযীযির্ রহীম্। ২১৮। আল্লাযী ইয়ার-কা হীনা তাক্বূম্।

আমি অসন্তুষ্ট। (২১৭) পরাক্রমশালী, দয়ালুর ওপর নির্ভর করুন। (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি দাঁড়ান (নামাযের জন্য),

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ

২১৯। অতাক্বাল্লুবাকা ফিস্ সা-জ্বিদীন্। ২২০। ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ২২১। হাল উনাব্বিউকুম্

(২১৯) সিজদাকারীদের সাথে আপনার উঠাবসা। (২২০) তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২১) তোমাদেরকে কি আমি

عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ

'আলা-মান্ তানায্‌যালুশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ২২২। তানায্‌যালু 'আলা-কুল্লি আফ্‌ফা-কিন্ আছীম্। ২২৩। ইয়ুল্‌কূনাস্

জানাব, শয়তান কার কাছে আসে?(২২২) তারা তো যারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী তাদের কাছে আসে। (২২৩) যারা কান

السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ

সাম্'আ অআক্‌ছারুহুম্ কা-যিবূন্। ২২৪। অশ্‌শু'আর — য়ু ইয়াত্তাবিউ'হুমুল্ গা-য়ূন্। ২২৫। আলাম্ তার

পেতে শুনে তাদের অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলে।(২২৪) যারা বিভ্রান্ত তারাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) আপনি কি

টীকা ঃ (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ফেরেশ্‌তাদের কাছে কোন কিছুর ঘোষণা হতে থাকে তখন শয়তান তা শুনতে চায়। তখন ফেরেশতারা তার প্রতি আগুন নিক্ষেপ করে। কোন কথা শুনতে দেয়া হয় না।ঃ শানেনুযূল ঃ আয়াত- ২২৭ঃ ২ এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে যখন কবীদের বদনাম করা হয়, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা, কা'আব ইবনে মালেক এবং হযরত হাসান ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবারা নবী কারীম (ছঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়াতের মধ্যে তা সার্বিকভাবে সকল কবিদের বদনাম করা হয়েছে অথচ আমরাও কবিতা আবৃত্তি করি? তখন তাদের স্বাতন্ত্র্যের ওপর অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٦﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٧﴾ إِلَّا

আন্নাহুম্ ফী কুল্লি ওয়া- দিঁ ইয়াহীমূন্। ২২৬। অআন্নাহুম্ ইয়াক্বূলূনা মা-লা ইয়াফ্‌'আলূন্। ২২৭। ইল্লাল্

দেখেন না, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়।(২২৬) আর তারা যা বলে তা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا

লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি অযাকারুল্লা-হা কাছীরাওঁ ওয়ান্তাছোয়ারূ

সতন্ত্র যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারী ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ

১১ ع ৩৬ ১৫ রুকূ

ع مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۞

মিম্ বা'দি মা-জুলিমূ; অসাইয়া'লামুল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ আইয়্যা মুন্‌ক্বালাবিঁই ইয়ান্‌ক্বালিবূন্।

গ্রহণ করে। আর যারা জুলুম করেছে তারা অচিরেই অবগত হবে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে।

সূরা নাম্‌ল্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৯৩ রুকূ ঃ ৭

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ

১। ত্বোয়া-সী — ন্; তিলকা আ-ইয়া-তুল্ ক্বুর্‌আ-নি অকিতা-বিম্ মুবীন্। ২। হুদাঁও অবুশ্‌রা লিল্

(১) তোয়া সীন, এগুলো কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের,(২)এটা মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

মু'মিনীন্। ৩। আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছ্লা-তা অ ইয়ু'তূনায্ যাকা-তা অহুম বিল্‌আ-খিরতি হুম্

সুসংবাদ। (৩) আর যারা নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারাই পরকালে দৃঢ়

يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ ط

ইয়ূক্বিনূন্।৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্‌আ-খিরতি যাইয়্যান্না-লাহুম্ আ'মা-লাহুম্ ফাহুম্ ইয়া'মাহূন্।

বিশ্বাসী। (৪) যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তাদের জন্য কর্মকে শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ ۞

৫। উলা — য়িকাল্ লাযীনা লাহুম্ সূ — য়ুল্ 'আযা-বি অহুম্ ফিল্ আ-খিরতি হুমুল্ আখ্‌সারূন্।

(৫) তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে হীনকর শাস্তি এবং পরকালে তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

• ৩য় চতুর্থাংশ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي

৬। অইন্নাকা লাতুলাক্ক্বল্ ক্বুর্‌আ-না মিল্লাদুন্ হাক্বীমিন্ 'আলীম্। ৭। ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিআহ্‌লিহী ~ ইন্নী ~

(৬) প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের (আল্লাহর) নিকট হতে আপনি কোরআন পাচ্ছেন।(৭) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই

انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون

আ-নাস্তু না-র-; সাআ-তীকুম্ মিন্হা-বিখাবারিন্ আও আ-তীকুম্ বিশিহা-বিন্ ক্বাবাসিল্ লা'আল্লাকুম্ তাছ্ত্বোয়ালূন্।
আমি আগুন দর্শন করেছি, এখনই আমি তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসব, বা আগুন আনব, যেন পোহাতে পার,

٨ فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحن الله رب

৮। ফালাম্মা-জ্বা — য়াহা-নূদিয়া আম্ বুরিকা মান্ ফিন্না-রি অমান্ হাওলাহা-অসুব্হা-নাল্লা-হি রব্বিল্
(৮) আর যখন মূসা তার কাছে আসল, তখন তাকে বলা হয় আগুনের মাঝে যিনি রয়েছেন তার প্রতি বরকত হোক এবং এর চার পাশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি এবং

العلمين ٩ يموسى انه انا الله العزيز الحكيم ١٠ والق عصاك فلما راها

'আ-লামীন্। ৯। ইয়া-মূসা ~ ইন্নাহূ ~ আনাল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ১০। অ আল্ক্বি 'আসোয়া-ক্; ফালাম্মা-রয়া-হা-
বিশ্ব রব আল্লাহর পবিত্রতা। (৯) হে মূসা; আমি আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (১০) তোমার লাঠি ছাড়। সাপের

تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يموسى لا تخف اني لا يخاف

তাহ্তায্যু কায়ান্নাহা-জ্বা — নন্ওঁ অল্লা-মুদ্বিরাঁও অলাম্ ইয়ু'আক্ব্ক্বিব্; ইয়া-মূসা-লা-তাখাফ্ ইন্নী লা-ইয়াখ-ফু
ন্যায় ছুটতে দেখে পালাতে লাগল, পেছনে ফিরে তাকাল না। বলা হল, হে মূসা! ভয় করো না। নিশ্চয়ই আমি তো আছি,

لدي المرسلون ١١ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم

লাদাইয়্যাল্ মুর্সালূন্। ১১। ইল্লা-মান্ জোয়ালামা ছুম্মা বাদ্দালা হুস্নাম্ বা'দা সূ — য়িন্ ফাইন্নী গফূরুর্ রহীম্।
আমার কাছে রাসূলরা ডরায় না। (১১) তবে যে জুলুমের পর মন্দের পরিবর্তে ভাল কাজ করে, আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

١٢ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايت

১২। অআদ্খিল্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা তাখ্রুজ্ব্ বাইদ্বোয়া — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িন্ ফী তিস্'ঈআ -ইয়া-তিন্ ইলা-
(১২) তোমার হাত স্বীয় বগলে প্রবেশ করাও, নির্দোষ শুভ্র হয়ে বের হবে; এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি আনিত নয়টি

الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فسقين ١٣ فلما جاءتهم ايتنا مبصرة

ফির্'আউনা অক্বওমিহ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ১৩। ফালাম্মা-জ্বা — য়াত্হুম্ আ-ইয়া-তুনা মুব্ছিরতান্
নির্দশনের একটি, তারা ছিল অত্যন্ত সীমা লংঘনকারী জাতি। (১৩) অবশেষে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয়,

শানেনুযূল ঃ সূরা ঃ নমল ঃ এ পবিত্র সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হয়। তফসীরকারকরা এর নাযিলের সময় পূর্ববর্তী সূরার সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্তীকাল বলে নির্দেশ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নবুওয়ত এবং কোরআন মজীদের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের অন্যায় দোষারোপ ও অলীক অপবাদের প্রতিবাদে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছিল, এ সূরা তার অন্যতম। তাই এ সূরার প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে যে, এ কোরআন কোন জ্বিন বা যাদুগ্রস্ত উন্মাত্তের প্রলাপ অথবা কোন ভ্রান্ত কবির রচিত কবিতা নয়। বরং এটা সে স্বর্গীয় কোরআন ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ, যা সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে হযরত রসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। (৬ষ্ঠ আয়াত)। অনন্তর এ সূরার ৭ম আয়াত হতে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা প্রকারান্তরে বলে দিয়েছেন, ইসরাঈল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে যেরূপ অলৌকিকভাবে আল্লাহর-জ্যোতি দর্শন ও আল্লাহর বাণী শ্রবণ করেছিলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) সেরূপ অলৌকিকভাবেই আল্লাহর মহিমা অবলোকন ও আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে কুরআন শরীফ প্রচার করছেন। অতএব, সত্যের অনুসারী মুমিনদের পক্ষে এতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করার কোনই অবকাশ নেই।

قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٤﴾ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط

ক্ব-লূ হাযা-সিহ্রুম্ মূবীন্। ১৪। অজ্বাহাদু বিহা-অস্‌তাইক্বনাত্‌হা ~ আন্‌ফুসুহুম্ জুল্‌মাঁও অ'উলুওয়া-;

তখন তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (১৪) আর মনে মনে সত্য জানার পরও অন্যায় ও দম্ভভরে তা প্রত্যাখ্যান করে;

১ ع ১৪ ১৬ রুকু

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ج

ফানজুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুফসিদীন্। ১৫। অ লাক্বদ্ আ-তাইনা দা-যূদা অ সুলাইমা-না 'ইল্‌মান্

অতঃপর দেখুন, পরিণাম কি হয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের।(১৫) আর আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি,

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ

অক্ব-লাল্ হাম্‌দু লিল্লা-হিল্ লাযী ফাদ্দ্বলানা-'আলা-কাছীরিম্ মিন্ 'ঈবা-দিহিল্ মু'মিনীন্। ১৬। অওয়ারিছা সুলাইমানু

এবং তারা বলল, সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে বহু মু'মিন বান্দাহর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। (১৬) সুলাইমান ছিল

دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط

দা-যূদা অক্ব-লা ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু উল্লিম্‌না-মান্‌ত্বিক্বত্ ত্বোয়াইরি অ ঊতীনা- মিন্ কুল্লি শাইয়িন্

দাউদের উত্তরসূরী, বলল,হে মানুষ!আমাকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সব বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয়ই এটা

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

ইন্না-হা-যা- লাহুওয়াল্ ফাদ্ব্‌লুল্ মুবীন্। ১৭। অহুশির লিসুলাইমা-না জু্নূদুহূ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্‌ইনসি

তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।(১৭) সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনী জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলকে সমবেত করে বিন্যস্ত করা

وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٨﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا

অত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাহুম্ ইয়ূযা'উন্।১৮। হাত্তা ~ ইযা ~ আতাও 'আলা-ওয়া-দিন্নাম্‌লি ক্ব-লাত্ নাম্‌লাতু্'ই ইয়া ~ আইয়ুহান্

হল বিভিন্ন ব্যূহে।(১৮) তারা যখন পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা (তাদের সর্দার) বলল, হে

النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞

নাম্‌লুদ্ খুলূ মাসা-কিনাকুম্ লা-ইয়াহ্‌ত্বিমান্নাকুম্ সুলাইমা-নু অজ্বু্নূদুহূ অহুম্ লা-ইয়াশ্‌ঊ'রূন্।

পিপীলিকার দল! প্রবেশ কর নিজ নিজ ঘরে, যেন সুলাইমান ও তার সৈন্যরা অজ্ঞতাসারে তোমাদেরকে পিষ্ট না করে।

﴿١٩﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

১৯। ফাতাবাস্‌ সামা দ্বোয়া-হিকাম্ মিন্ ক্বওলিহা-অক্ব-লা রব্বি আওযি'নী ~ আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্লা

(১৯) সুলাইমান তার কথা শ্রবণ করে মুচকী হেসে বলল, হে আমার রব! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি দাও আমার

الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ

তী~ আন্'আম্‌তা 'আলাইয়্যা অ'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা অআন্ আ'মালা ছোয়া-লিহান্ তার্‌দ্বোয়া-হু অ আদ্‌খিল্‌নী বিরহ্‌মাতিকা

প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তোমার করুণার জন্য এবং যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি; আর স্বীয়

فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ز

ফী 'ইবা-দিকাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ২০। অতাফাক্ব্ ক্বাদাত্ব্ ত্বোয়াইর ফাক্ব-লা মা-লিয়া লা ~ আরল্ হুদ্ হুদা

দয়ায় আমাকে পুণ্যবানবান্দাদের দলভুক্ত কর।(২০) আর সে (সুলাইমান) পাখিদের খোঁজ-খবর নিল; বলল, হুদ্‌হুদ্‌কে (পাখি)

اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢١﴾ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ

আম্ কা-না মিনাল্ গ — য়িবীন্। ২১। লা'উআয্‌যিবান্নাহূ 'আযা-বান্ শাদীদান্ আওলা আয্‌বাহান্নাহূ ~ আও লাইয়া''তিইয়ান্নী

দেখছি না কেন? সে কি অনুপস্থিত?(২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব বা যবাহ করব, না হয় সে উপযুক্ত

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ

বিছুল্‌ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ২২। ফামাকাছা গইর বা'ঈদিন্ ফাক্ব-লা আহাত্তু বিমা-লাম্ তুহিত্ব্ বিহী অজি্' 'তুকা

কারণ দর্শাবে। (২২) কিছুক্ষণ পরই সে আসল; অতঃপর বলল, আমি যা জানি আপনি তা জানেন না, দৃঢ় খবর নিয়ে

مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٣﴾ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

মিন্ সাবা-য়িম্ বিনাবায়িঁ ইয়াক্বীন্। ২৩। ইন্নী অজ্বাত্‌তুম্ রায়াতান্ তাম্‌লিকুহুম্ অউতিয়াত্ মিন্ কুল্লি শাইয়িঁও

সাবা হতে এসেছি। (২৩) আমি একজন নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি, সে প্রত্যেক প্রকার সরঞ্জাম প্রাপ্ত। আর

وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অ লাহা-'আর্‌শুন্ 'আজীম্। ২৪। অজ্বাদ্‌তুহা-অ ক্বাওমাহা-ইয়াস্ জু্দূনা লিশ্‌শাম্‌সি মিন্‌দূ নিল্লা-হি

সে এক বিরাট সিংহাসনের 'অধিকারী।(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনায় লিপ্ত থাকতে

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَلَّا

অ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বো-য়ানু আ'মা-লাহুম্ ফাছোয়াদ্দা হুম্ 'আনিস্ সাবীলি ফাহুম্ লা- ইয়াহ্‌তাদূন্। ২৫। আল্লা-

দেখেছি। আর শয়তান তাদের কর্মকে সুশোভিত করে রেখেছে, এবং তাদেরকে বাধা দিচ্ছে; তারা পথ পায় না; (২৫) যেন

يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

ইয়াস্‌জু্দূ লিল্লা-হিল্লাযী ইয়ুখ্‌রিজু্ল্ খব্‌য়া ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অ ইয়া'লামু মা-তুখ্‌ফূনা

তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের লুক্কায়িতকে প্রকাশ করেন, যিনি তোমাদের গোপন-

وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٧﴾ سেজদা قَالَ سَنَنْظُرُ সিজদাহ-৮

অমা-তু'লিনূন্। ২৬। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু ওয়া রব্বুল্ আর্‌শিল্ 'আজীম্। ২৭। ক্ব-লা সানান্‌জুরু

প্রকাশ্য জানেন। (২৬) তিনি আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান-আরশের রব। (২৭) বলল, তুমি

আয়াত-২১ ঃ হুদহুদ পাখির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন্ স্থানের মাটির নিচে পানি আছে তা সে জানত। হযরত সুলায়মান (আঃ) যে স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন ঐ স্থানে পানি না পেয়ে পানির খবর জানার জন্য হুদহুদকে খোঁজ করেছিল। হুদহুদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জ্ঞানীরা! এ সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে। কিন্তু মাটির উপরে অবস্থিত বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়েনা, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণে হুদহুদকে অনুপস্থিত দেখে তিনি এ শাস্তির কথা বলেছেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২২ ঃ সাবা ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যার অপর নাম মাআ'রিবও। সাবা ও ইয়ামেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল (মাঃ কোঃ)

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٨ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ

আছোয়াদাক্ব্‌তা আম্ কুন্‌তা মিনাল্ কা-যিবীন্। ২৮। ইয্‌হাব্ বিকিতা-বী হা-যা-ফাআল্‌ক্বিহ্ ইলাইহিম্ ছুম্মা
সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী; তা আমি দেখব। (২৮) তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট নিক্ষেপ কর, আর

تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝٢٩ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ

তাওয়াল্লা 'আন্‌হুম্ ফান্‌জুর্ মা-যা-ইয়ার্‌জ্বি'উন্। ২৯। ক্ব-লাত্ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু ইন্নী ~ উল্‌ক্বিয়া ইলাইয়্যা কিতা-বুন্
তার নিকট থেকে সরে থেকো, দেখবে তারা কি করে? (২৯) সে নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে সম্মানিত পত্র দেয়া

كَرِيْمٌ ۝٣٠ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣١ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ

কারীম্। ৩০। ইন্নাহূ মিন্ সুলাইমা-না অইন্নাহূ বিস্‌মিল্লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহীম্। ৩১। আল্লা-তা'লূ 'আলাইয়্যা
হয়েছে। (৩০) সুলাইমানের পক্ষ হতে, তা পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, (৩১) তোমরা আমার ওপর অহমিকা দেখিও না,

২ ع ১৭ ১৭ রুকু

وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝٣٢ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ

অ''তূনী মুস্‌লিমীন্। ৩২। ক্ব-লাত্ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু আফ্‌তূনী ফী ~ আম্‌রী মা-কুন্‌তু
আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হও। (৩২) নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝٣٣ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۵

ক্ব-ত্বিয়াতান্ আম্‌রান্ হাত্তা-তাশ্‌হাদূন্। ৩৩। ক্ব-লূ নাহ্‌নু উলূ ক্বুওয়াতিঁও অ উলূ বা''সিন্ শাদীদিঁও
তোমাদের উপস্থিতিতেই তো আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিবান, বীর যোদ্ধা; সিদ্ধান্ত

وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝٣٤ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً

অল্ আম্‌রু ইলাইকি ফান্‌জুরী মা-যা-তা''মুরীন্। ৩৪। ক্ব-লাত্ ইন্নাল্ মুলূকা ইযা-দাখালূ ক্বার্‌ইয়াতান্
আপনারই; সুতরাং আপনিই স্থির করুন, কি নির্দেশ দেবেন। (৩৪) সে বলল, যখন রাজারা কোন জনপদে আসে তখন

اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝٣٥ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ

আফ্‌ছাদূহা-অজ্বা'আলূ ~ আই'য্‌যাতা আহ্‌লিহা ~ আযিল্লাতান্ অকাযা-লিকা ইয়াফ্‌'আলূন্। ৩৫। অ ইন্নী মুর্‌সিলাতুন্
তাকে বিপর্যস্ত করে, এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে, তারাও এ'রূপ করবে। (৩৫) তাদেরকে উপঢৌকন

اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٣٦ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ

ইলাইহিম্ বিহাদিয়্যাতিন্ ফানা-জিরাতুম্ বিমা-ইয়ার্‌জ্বি'উল্ মুরসালূন্।৩৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়া সুলাইমা-না ক্ব-লা আ-তুমিদ্দূনানি
দিতেছি; দেখি, দূতেরা কি জবাব নিয়ে আসে? যখন সে সুলাইমানের নিকট আগমন করল, তখন সে বলল, আমাকে

بِمَالٍ ز فَمَاۤ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ✽

বিমা-লিন্ ফামা ~ আ-তা-নিয়াল্লহু খইরুম্ মিম্মা ~ আ-তা-কুম্ বাল্ আন্‌তুম্ বিহাদিয়্যাতিকুম্ তাফ্‌রাহূন্।
কি ধন দিয়ে সাহায্য করতে চাচ্ছ? আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে উত্তম দিয়েছেন, অথচ তোমরা উপঢৌকন নিয়ে খুশী।

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً ﴿٣٧﴾

৩৭। ইর্‌জ্বি' ইলাইহিম্ ফলানা"তিয়ান্নাহুম্ বিজুনূদিল্ লা-ক্বিবালা লাহুম্ বিহা-অলানুখ্‌রিজ্বান্নাহুম্ মিন্‌হা ~ আযিল্লাতাঁও

(৩৭) তোমরা ফিরে যাও তার নিকট, আমরা অপ্রতিরোধ্য সৈন্য নিয়ে আসছি, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অবনমিতভাবে

وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن

অহুম্ ছোয়া-গিরূন্। ৩৮। ক্ব-লা ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মালায়ু আই ইয়ুকুম্ ইয়া'তীনী বি 'আর্‌শিহা-ক্বব্‌লা আই

বহিষ্কার করব। (৩৮) বলল, হে পরিষদবর্গ। তার আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ

"ইয়া'তূনী মুস্‌লিমীন্। ৩৯। ক্ব-লা ইফ্‌রীতুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী ক্বব্‌লা আন্‌তাক্বূমা

সিংহাসন নিয়ে আসতে পারে? (৩৯) শক্তিধর এক জ্বিন বলল, আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা আপনার

مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

মিম্ মাক্ব-মিকা অইন্নী 'আলাইহি লাক্বওয়্যিয়ুন্ আমীন্। ৪০। ক্ব-লা ল্লাযী 'ইন্‌দাহূ 'ইল্‌মুম্ মিনাল্ কিতা-বি

সম্মুখে হাযির করব, এ বিষয়ে আমি শক্তিধর, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞানী জ্বিন বলল, আমি তো তা আপনার সামনে

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ

আনা আ-তীকা বিহী ক্বব্‌লা আইঁ ইয়ার্‌তাদ্দা ইলাইকা ত্বোয়ার্‌ফুক্; ফালাম্মা-রায়াহূ মুস্‌তাক্বির্‌রন্ 'ইন্‌দাহূ ক্ব-লা

চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আনব। যখনই তা সামনে দেখল, তখন বলল, এটা রবের করুণা, যেন তিনি আমাকে

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

হা-যা-মিন্ ফাদ্বলি রব্বী লিইয়াব্‌লুওয়ানী ~ আ আশ্‌কুরু আম্ আক্‌ফুর্; অমান্ শাকার ফা ইন্নামা- ইয়াশ্‌কুরু

পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ হই, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো তার নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়;

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ

লিনাফ্‌সিহী অমান্ কাফার ফাইন্না রব্বী গানিয়্যুন্ কারীম্। ৪১। ক্ব-লা নাক্‌কিরূ লাহা-আ'র্‌শাহা-নান্‌জুর্

যে অকৃতজ্ঞ, তার মনে রাখা উচিত আমার রব অভাব মুক্ত, মর্যাদাবান। (৪১) বলল, তার সিংহাসনের রূপ পরিবর্তন

أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا

আ তাহ্‌তাদী ~ আম্ তাকূনু মিনাল্লাযীনা লা-ইয়াহ্‌তাদূন্। ৪২। ফালাম্মা-জ্বা — য়াত্ ক্বীলা আহা-কাযা-

করে দেও; দেখি, সে চিনে, না অচেনাদের দলভুক্ত হয়।(৪২) অতঃপর সে (রানী বিলকিস) যখন আসল তখন তাকে বলা হল,

عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَ

'আর্‌শুক্; ক্ব-লাত্ কায়ান্নাহূ হুওয়া অঊতীনাল্ ই'ল্‌মা মিন্ ক্বব্‌লিহা-অকুন্না-মুস্‌লিমীন্। ৪৩। অ

তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে বলল, মনে হয় তো তা-ই। ইতোপূর্বে জেনেছি, আমরা আত্মসমর্পণকারীও। (৪৩) এবং

صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (৪৪) قِيلَ لَهَا

ছোয়াদ্দাহা-মা-কা-নাত্ তা'বুদু মিন্ দূনিল্লা-হ্; ইন্নাহা-কা-নাত্ মিন্ ক্বওমিন্ কা-ফিরীন্। ৪৪। ক্বীলা লাহাদ্
আল্লাহ ছাড়া যার পূজা সে করত, তা-ই তাকে ঈমান আনা থেকে বাধা দিত, সে ছিল কাফের। (৪৪) তাকে বলা হল,

ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ

খুলিছ্ ছোয়ার্‌হা ফালাম্মা-রয়াত্‌হু হাসিবাত্‌হু লুজ্জ্বাতাঁও অকাশাফাত্ 'আন্ সা-ক্বইহা-ক্ব-লা ইন্নাহূ ছোয়ার্‌হুম্
এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। দেখে তার মনে হল, এটা স্বচ্ছ গভীর এক জলাশয় ; তাই সে হাটু উন্মুক্ত করল; সুলাইমান বলল, এটা

مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ

মুমার্‌রদুম্ মিন্ ক্বওয়া-রীর্; ক্ব-লাত্ রব্বি ইন্নী জ্বোয়ালাম্‌তু নাফ্‌সী অআস্‌লাম্‌তু মা'আ সুলাইমা-না লিল্লা-হি
তো একটি অট্টালিকা যা স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত, নারী বলল, হে রব! নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্ব রব

ع ৩ ১৩ ১৮ রুকু
رَبِّ الْعَالَمِينَ (৪৫) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا

রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৪৫। অ লাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না ~ ইলা-ছামূদা আখ-হুম্ ছোয়া-লিহান্ আনি'বুদুল্লা-হা ফাইযা-
আল্লাহর নিকট সমর্পিত হলাম। (৪৫) আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই ছালেহ্‌কে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি যে,

هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (৪৬) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ

হুম্ ফারীক্ব-নি ইয়াখ্‌তাছিমূন্। ৪৬। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি লিমা-তাস্‌তা'জ্বিলূনা বিস্‌সাইয়িয়াতি ক্বব্‌লাল্ হাসানাতি
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর; তখন তারা দু'দল হয়ে তর্ক করতেছিল।(৪৬) বলল, হে আমার কওম! কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণকে

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (৪৭) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ

লাওলা- তাস্‌তাগ্‌ফিরূনাল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্। ৪৭। ক্ব-লুত্ত্বাইয়্যার্‌না-বিকা অবিমাম্ মা'আক্;
কেন ত্বরা চাচ্ছ? আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও না কেন? যেন অনুগ্রহ পাও। (৪৭) তারা বলল, তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে

قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (৪৮) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ

ক্ব-লা ত্বোয়া — য়িরুকুম্ 'ইন্‌দাল্লা-হি বাল্ আন্‌তুম্ ক্বওমুন্ তুফ্‌তানূন্। ৪৮। অকা-না ফিল্ মাদীনাতি
অকল্যাণ মনে করি। বলল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর কাছে, তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন। (৪৮) আর উক্ত শহরে এমন নয়

تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (৪৯) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ

তিস্'আতু রহ্‌ত্বিঁও ইয়ুফ্‌সিদূনা ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ইয়ুছ্‌লিহূন্। ৪৯। ক্ব-লূ তাক্ব-সামূ বিল্লা-হি
ব্যক্তি ছিল, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত ও সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা রাতের বেলা গিয়ে

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ *

লানুবাইয়্যিতান্নাহূ অআহ্‌লাহূ ছুম্মা লানাকূলান্না লি অলিয়্যিহী মা-শাহিদ্‌না-মাহ্‌লিকা আহ্‌লিহী অইন্না-লাছোয়া-দিকূন্।
তাকে ও পরিবারকে আক্রমণ করব; পরে তার অভিভাবককে বলব, হত্যায় আমরা ছিলাম না, এ বিষয়ে আমরা সত্যবাদী।

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

৫০। অ মাকারূ মাক্‌রাঁও অমাকারনা মাক্‌রাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্‌উরূন। ৫১। ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না

(৫০) তারা এক গোপ চক্রান্ত করল, আমি এক কৌশল করলাম, কিন্তু তারা তা বুঝে নি। (৫১) দেখুন, তাদের চক্রান্তের

عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

'আ-ক্বিবাতু মাক্‌রিহিম্ আন্না-দাম্মার্না-হুম্ অক্বওমাহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৫২। ফাতিল্‌কা বুইয়ূতুহুম্ খা-ওয়িয়াতাম্

পরিণাম ফল কি হল, তাদের সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলাম।(৫২) অতঃপর তাদের জুলুমের কারণে তাদের বাড়ি-ঘর

بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَ

বিমা- জোয়ালামূ ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তাল্লিকওমিঁ ইয়া'লামূন্। ৫৩। অ আন্‌জ্বাইনাল্লাযীনা আ-মানূ অ

জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে, এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা আছে।(৫৩) আর আমি যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে

كَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞

কা-নূ ইয়াত্তাকূন্। ৫৪। অ লূত্বোয়ান্ ইয্ ক্ব-লা লিক্বওমিহী ~ আতা''তূনাল্ ফা-হিশাতা অআন্‌তুম্ তুব্‌ছিরূন্।

উদ্ধার করলাম। (৫৪) স্মরণ কর লূতকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা জেনেও এ অশ্লীল কাজ কেন করছ?

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ

৫৫। আয়িন্নাকুম্ লাতা''তূনার্ রিজ্বা-লা শাহ্‌ওয়াতাম্ মিন্ দূনি ন্নিসা —য়্; বাল্ আন্‌তুম্ ক্বওমুন্

(৫৫) তোমরা কি যৌন তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে নারী ছেড়ে পুরুষের পিছনে ছুটে চল? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক অজ্ঞ

تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن

তাজ্‌হালূন্। ৫৬। ফামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্ব-লূ ~ আখ্‌রিজূ ~ আ-লা লূতিম্মিন্

সম্প্রদায় ।(৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় কেবল বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও এরা তো এমন লোক,

قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا

ক্বর্‌ইয়াতিকুম্ ইন্নাহুম্ উনা-সুঁই ইয়া তাত্বোয়াহ্‌হারূন্। ৫৭। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু অ আহ্‌লাহূ ~ ইল্লাম্ রায়াতাহূ ক্বদ্দার্না-হা

যারা পবিত্রতা সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিবারকে মুক্তি দিলাম, তাকে ধ্বংস

مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ

মিনাল্ গ-বিরীন্। ৫৮। অ আম্‌ত্বোয়ার্না- 'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারান্ ফাসা — য়া মাত্বোয়ারুল্ মুন্‌যারীন্। ৫৯। ক্বুলিল্

করলাম। (৫৮) আর আমি তাদের ওপর বৃষ্টিই দিলাম, সতর্কীতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল মারাত্মক। (৫৯) আপনি বলুন,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

হাম্‌দু লিল্লা-হি অসালা-মুন্ 'আলা-ই'বা-দি হিল্লাযী নাছ্‌ত্বোয়াফা- আ — ল্লাহু খইরুন্ আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্।

আল্লাহর সকল প্রশংসা, তার মনোনীত বান্দাহদের প্রতি সালাম। আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ, না যারা শরীক করে তারা শ্রেষ্ঠ?

৪ ع ১৪ ১৯ রুকূ